পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফাদাতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

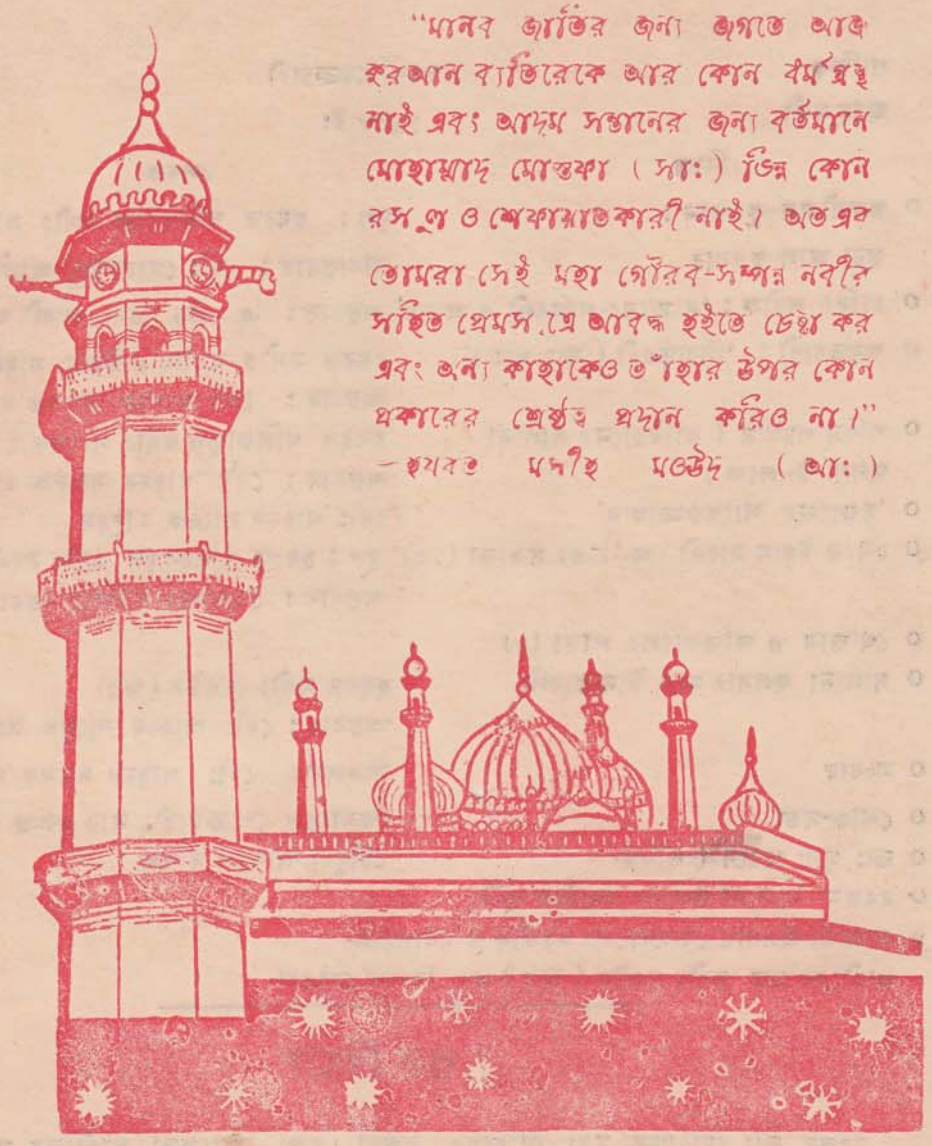

সম্পাদক : — এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ২০শ সংখ্যা

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৮৪ বাংলা : ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ ইং : ২০শে রবিউল আউয়াল, ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ ইং | ৩১শ বর্ষ ২০শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'নামাযের-শর্তাবলী ও আদব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৯
০ অমৃতবাণী : 'সিরাতুন্নবী (সাঃ আঃ)'	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১০
০ পবিত্র পয়গাম (কাদিয়ানের সালানা জলসা উপলক্ষে)	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১২
০ 'মুজাদ্দেদ আখেরুজ্জামান'	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৪
০ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা (২৩)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৮
০ খোদ্দাম ও আতফালের পাতা (৯)		৩১
০ সালানা জলসার মহৎ উদ্দেশ্যাবলী	হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৪
০ সংবাদ	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৯
০ শোক-সভা	জেনারেল সেক্রেটারী, নারায়ণগঞ্জ	২৭
০ ডাঃ মুসা স্মরণে (কবিতা)	চৌধুরী আবদুল মতিন	২৮
০ ৫৫তম সালানা জলসার অনুষ্ঠান সূচী		২৯
০ সালানা জলসায় যোগদানের তাকীদ ও যোগদানকারীদের জন্য মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর বিশেষ দোওয়া		

শুভ বিবাহ

মরহুম ডাঃ মোহাম্মদ মুসা সাহেবের প্রথমা কন্যা আসেফা শাহীনের সহিত করাচী নিবাসী মরহুম আবুল কাসেম খান সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র জনাব আব্দুর রশিদ খানের শুভ বিবাহ ছয় হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ ইং শুক্রবার ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে বাদ জুমা সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ।

উক্ত বিবাহ সর্বাঙ্গীনভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

জিল্লুর রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ২০শ সংখ্যা

১৯শে ফাল্গুণ, ১৩৮৪ বাং : ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ ইং : ২৮শে তাবলীগ, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অতঃপর সন্তান সন্ততি সম্বন্ধে দেখুন। পূর্বে লোকে ভাবিত যে, সন্তান সন্ততির উপর নির্বূঢ় অধিকার পিতার, কারণ তাহার বীর্য হইতে তাহাদের জন্ম। সেইজন্য ইহা বিধিসম্মত মনে করা হইত যে, পিতা ইচ্ছা করিলে তাহার সন্তানকে বিক্রয় করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে মারিয়া ফেলিতেও পারে। তদনুযায়ী কোন কোন আরব গোষ্ঠিতে মেয়ে সন্তান মারার প্রথা ছিল। কোথাও মেয়ে সন্তান বিক্রয় করারও প্রথা ছিল। ইসলাম ইহা বন্ধ করিয়া দিল এবং ঘোষণা করিল যে, যদি কেহ স্বাধীন (কৃতদাস নহে) মানুষকে বিক্রয় করে, তাহা হইলে সে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। মেয়েদের সম্পর্কে ইসলাম এই কঠোর নির্দেশ দিল যে, তোমরা যদি তাহাদিগকে হত্যা কর, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, এ সম্পর্কে তোমাদিগকে কেয়ামতের দিনে প্রশ্ন করা হইবে। তাহারা তোমাদের বীর্য হইতে সৃষ্ট এবং তোমাদের কন্যা বলিয়া তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন "জন্মের পূর্বে তাহারা আমার দাসী ছিল। পরে তাহারা তোমাদের কন্যা হইয়াছে। তাহাদিগকে হত্যা করিবার তোমাদিগের কি অধিকার আছে ?" তিনি বলিয়াছেন : وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ (সুরা তকওীর) অর্থাৎ তাহাদিগকে মারিবার তোমার অধিকার নাই। মানবজাতিকে চালু রাখিবার জন্য তাহাদিগকে এক উপায় হিসাবে আমি সৃজন করিয়াছি। তোমরা যদি তাহাদিগকে হত্যা কর, তাহা হইলে কেয়ামতের দিনে তোমাদিগকে ইহার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। সুতরাং ইসলাম মেয়েদেরকে যে হক দিয়াছে, উহা পূর্ববর্তী কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

নাগরিক অধিকার—পারিবারিক গণ্ডির বাহিরে আসিলে আমাদিগকে নাগরিকত্বের গণ্ডিতে পড়িতে হয়। এই গণ্ডীর মধ্যে সর্বপ্রথম আসে প্রতিবেশী। অপরাপর ধর্মেও প্রতিবেশীর সম্পর্কে শিক্ষা আছে। কিন্তু যে রঙে ইসলামে প্রতিবেশীর হকসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, সে রঙে অপর কোন ধর্মে বর্ণিত হয় নাই। ইসলাম এ বিষয়ে এত জোর দিয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "জিবরাইল (আঃ) আমার নিকট আসিয়া প্রতিবেশীগণের হকের উপর এমন জোর দিয়াছে যে, আমার মনে হইল শীঘ্রই তাহাদিগকে ওয়ারিস সাব্যস্ত করিবে।" ইসলাম প্রতিবেশীর হক সমূহ সম্বন্ধে বিস্তারিত হেদায়েত দিয়াছে। তাহাদিগের প্রতি যত্নবান থাকিবার এরূপ তাকীদ দিয়াছে যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি যখন ঘরে আসিতেন তখন জিজ্ঞাসা করিতেন, আমাদিগের ইহুদী প্রতিবেশীকে কি কিছু দেওয়া হইয়াছে?" হযরত আব্বাস (রাঃ) এর এক ইহুদী প্রতিবেশী ছিল। তিনি তাহার সম্বন্ধে এরূপ মনোযোগী ছিলেন যে, তাহাকে উপেক্ষা করাকে পাপ মনে করিতেন।

অতঃপর নাগরিকত্বের প্রাথমিক বিষয়াবলী হইল, খাদ্য বাতাস ও পানি। এই তিনটি বস্তুর সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকিলে, জনগণের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। সেই জন্য ইসলাম এই বিষয়গুলির সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন "আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করিবে না এবং উহাতে আবর্জনা ফেলিবে না।" এই আদেশ মানিলে অল্প পানির এলাকায় পানি পরিষ্কার থাকিবে। ফলে জনগণের স্বাস্থ্য হানি ঘটিবে না। আজকাল লোকে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অনেক কিছু এয়াকেফহাল আছে। কিন্তু হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখন এই বিষয়ে আদেশ দিয়াছিলেন, তখন মানুষ এ সম্পর্কে কিছুই জানিত না। অপরাপর ধর্মের উপর এ ব্যাপারে ইসলামের কত বড় ফযিলত চিন্তা করিয়া দেখুন।

সংকীর্ণ ও ঘনবসতি এলাকায় বাস করিলে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। হযরত রসুল করীম (সাঃ) আদেশ দিয়াছেন যে, গলি এবং সড়ক প্রশস্ত হওয়া চাই, যাহাতে দূষিত বায়ু বাশিন্দাগণের স্বাস্থ্যহানি না ঘটায়। তখন ঘোড়া ও উটের যুগ। সেই সময়েই হযরত রসুল করীম (সাঃ) ছোট গলির প্রশস্ততা ৮/১০ ফুট এবং বড় গলির কমপক্ষে ১৫/২০ ফুট নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এই অনুপাতে আজ লরী এবং মোটর ইত্যাদির যাতায়তের জন্য পথ কতখানি প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। ছোট গলির জন্য অন্ততঃ ২০/৩০ ফুট এবং বড় গলির জন্য ৫০/৬০ ফুট হওয়া চাই।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যেখানে মানুষ উঠাবসা করে, সেখানে আবর্জনা ফেলিবে না। তিনি বলিয়াছেন, মসজিদে কেহ থুথু ফেলিবে না। যদি কেহ ইহা করে, তাহা হইলে তাহার কর্তব্য হইবে থুথু তুলিয়া লইয়া অন্যত্র মাটির নীচে দাবিয়া দেওয়া। এই দুইটি আদেশ হইতে একটি নিয়ম পাওয়া গেল যে, যেখানে জন সমাবেশ হয়, সেখানে কোন ময়লা বস্তু ফেলা উচিৎ নহে।

পথ সম্বন্ধে হুজুর (সাঃ) বলিয়াছেন, "পথে যদি কোন ক্ষতিকর জিনিষ পড়িয়া থাকে, এবং কেহ উহা পথ হইতে উঠাইয়া অন্যত্র ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার সওয়াব হইবে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) স্বয়ং পথ হইতে কাঁটা তুলিয়া তুলিয়া অন্যত্র ফেলিয়া দিতেন। পথে মল-ত্যাগ করা তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ইহা আল্লাহ্তায়ালার অসন্তোষভাজনের কাজ। ইহা সেই যুগের কথা, যাহাকে জাহেলিয়তের যুগ বলিত। কিন্তু আজও অনেক শহর আছে, যেখা ন বাশিন্দারা নিজেদের ঘরের ময়লা ও আবর্জনা নিজেদের দরজার সম্মুখে পথে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু হযরত রসুল করীম (সাঃ) এই কাজকে শুধু গর্হিত বলেন নাই, বরং শাস্তির যোগ্য বলিয়াছেন। মোটকথা তিনি আদেশ দিয়াছেন আবদ্ধ জলাশয়ে প্রস্রাব করিবে না এবং আবর্জনা ফেলিবে না। গলিগুলিকে প্রশস্ত রাখিবে। উহার উপর আবর্জনা ফেলিবে না। লোক সমাবেশের জায়গায় ময়লা ফেলিবে না। কোন স্থানে সমাবেশে যাইবার পূর্বে গোসল করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া সুগন্ধি লাগাইতে বলিয়াছেন, যাহাতে দেহ এবং নিশ্বাস হইতে যে দুষিত বায়ু বহির্গত হয় উহা সুগন্ধির দ্বারা দুর হইয়া যায়। বরং তিনি আরো বলিয়াছেন যে, ইহা আরো উত্তম হয়, যেন জনসমাবেশে যাইবার পূর্বে সেই স্থানে সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালানো হয়, যাহাতে বাতাসের মধ্যে সুগন্ধি ছড়াইয়া যাইতে পারে এবং বাতাসের মধ্যের দুষিত জীবাণুগুলি নষ্ট হইয়া যায় অনুরূপ ভাবে দেহে ও কাপড়ে যে দুর্গন্ধ থাকে উহা স্নান করিলে দুর হইয়া যায় এবং যাহা কিছু বাকী থাকে, উহা আতর মাখিলে নিঃশেষে দুর হইয়া যায়। চিন্তা করিয়া দেখুন ইহা কত বড় স্বাস্থ্য সম্মত শিক্ষা যাহা হুজুর (সাঃ) দিয়াছেন। ইহা তিনি এই জন্যই দিয়াছেন যে মানুষের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া না যায় এবং তাহারা অসুস্থ হইয়া দুনিয়ায় উন্নতি লাভ করা হইতে বঞ্চিত হইয়া না যায়।

নাগরিক অধিকারের মধ্যে ইহাও অন্তর্ভুক্ত যে লেনদেনের ব্যাপারে যেন পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ খারাপ হইয়া না যায়। আমরা দেখিতে পাই যে, ইসলাম এই হক সম্বন্ধেও শিক্ষা দিতে ত্রুটি করে নাই। ইসলাম জিনিস-পত্রের মূল্যকে বাড়ানো বা উধাও করা নিষিদ্ধ করিয়াছে। অন্যদের ক্ষতি করিতে এবং তাহাদের ব্যবসায় ফেল করিবার নিমিত্ত

দ্রব্যমূল্য কমানো নিষেধ করিয়াছে। একদা মদিনায় এক ব্যক্তি এত অল্প মূল্যে আঙ্গুর বিক্রয় করিতেছিল যে অন্য দোকানদারেরা তাহাদের মাল বিক্রয় করিতে পারিতেছিল না। হযরত ওমর (রাঃ) পাশ দিয়া যাইতে যাইতে ইহা দেখিয়া, সেই ব্যক্তিকে ধমক দিলেন। কারণ তাহার কার্য্যের দ্বারা অন্য দোকানদারগণ ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছিল। মোটকথা ইসলাম যেমন দ্রব্যমূল্য বাড়াইতে নিষেধ করিয়াছে তেমনি দ্রব্যমূল্য কম করিতেও নিষেধ করিয়াছে, যাহাতে না দোকানদারগণ ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং জনসাধারণও ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

পুনরায় ইসলাম মহামারী আক্রান্ত শহর হইতে অন্য শহরে যাইতে নিষেধ করিয়াছে। কারণ ইহাতে মহামারী ছড়াইয়া পড়ে। আজকাল ভুলক্রমে মানুষ ইহা মনে করে যে, কোন শহরে রোগ ব্যাধি থাকিলে সেখান হইতে বাহির হওয়া নিষিদ্ধ, অথচ মহামারী আক্রান্ত শহর হইতে বাহির হওয়া নিষিদ্ধ নহে, বরং ইহা সিদ্ধ আছে এবং সাহাবা (রাঃ) ইহার উপর আমল করিয়াছেন। যাহা নিষিদ্ধ উহা এই যে, এক শহর হইতে বাহির হইয়া অন্য শহরে প্রবেশ করা। জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যাওয়াকে শরীয়ত নিষিদ্ধ করে নাই। হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর পরে যখন কায়সারের সঙ্গে যুদ্ধ হয় এবং যাহাতে হযরত আবু ওবায়দা ফৌজের কমাণ্ডার ছিলেন, তখন লস্করের মধ্যে প্লেগ ছড়াইয়া পড়ে এবং বহু লোক প্লেগে মারা যায়। তিনি সাহাবা (রাঃ)-এর সহিত এবং স্থানীয় লোক-জনের সহিত পরামর্শ করিলেন। স্থানীয় লোকজন পরামর্শ দিল যে এরূপ ক্ষেত্রে শহর হইতে বাহির হইয়া খোলা এলাকায় চলিয়া যাওয়া উচিত। তদনুসারে অধিকাংশ সাহাবা (রাঃ) ইহা সমর্থন করিলেন এবং পাহাড়ী এলাকায় চলিয়া গেলেন। কিন্তু অবু ওবায়দা (রাঃ) সেইখানে থাকিয়া গেলেন এবং রোগাক্রান্ত হইয়া শহীদ হইলেন। সাহাবা (রাঃ) সেই সময় ইহা স্থীর করিলেন যে, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মহামারী আক্রান্ত শহর হইতে বাহির হইয়া অন্য শহরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ যেন সেখানকার শহরবাসীরা রোগাক্রান্ত হইয়া না পড়ে। কিন্তু জঙ্গলে যাওয়া নিষিদ্ধ নহে। ইহা কত বড় সাস্থ্য-সম্মত নিয়ম যাহা হযরত রসুল করীম (সাঃ) বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন। তখন ছোঁয়াচে রোগ সম্বন্ধে গবেষণা হয় নাই, বরং তাহার অনেক পরে হইয়াছিল। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) ঐশী আলোকে এবং কোরআনের শিক্ষার কল্যাণে ভূষিত হইয়া আদেশ দিয়াছিলেন যে ব্যাধিগ্রস্থ শহর হইতে ভাগিয়া অন্য শহরে যাইও না, কারণ ইহাতে রোগ ছড়াইয়া পড়ে। অবশ্য ময়দানে ও জঙ্গলে চলিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ নহে।

শিক্ষা সম্বন্ধে আগে লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিত। জাতিগতভাবে শিক্ষা দেওয়ার হক একমাত্র ইসলামই স্বীকৃতি দিয়াছে। বদরের যুদ্ধ উপলক্ষে হযরত রসুল করীম (সাঃ) যুদ্ধবন্দীগণকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাদের নিকট হইতে কোন মুক্তি-পণ লইব না। তোমরা প্রত্যেকে মদিনার দশজন করিয়া বালককে পড়াইয়া দাও। ইহার বদলে তোমাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে।" যুদ্ধ বন্দীগণ তদনুযায়ী দশজন করিয়া বালককে পড়াইয়া দিল। পরবর্তীতে এই সকল বালক অন্যদের পড়াইল। তাহারা আবার অন্যদের পড়াইল। এই ভাবে শিক্ষা বিস্তার করিল এবং প্রত্যেক আনসারই লেখা পড়া শিখিল। যুদ্ধবন্দীগণের টাকা জাতীয় সম্পদ হইয়া থাকে। সেইজন্য হযরত রসুল করীম (সাঃ) কয়েদীগণ দ্বারা শিক্ষা দেওয়াইয়া ইহা সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন যে, জাতীয় সম্পদ জাতীয় শিক্ষায় খরচ হইতে পারে এবং ইহাও সাব্যস্ত করিয়াছেন যে শিক্ষা দেওয়ার জিম্মাদারীও হুকুমতের উপর রহিয়াছে। একমাত্র ইসলাম নাগরিক হক সমূহকে কায়েম করিয়াছে। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির আহার বাসস্থান ও পোশাক পরিবেশনের দায়িত্ব হুকুমতের উপর। এই নীতি ইসলামই সর্বপ্রথম জারি করিয়াছে। এখন অন্য হুকুমত ইহা নকল করিয়াছে, কিন্তু পুরাপুরি ভাবে নহে।

বীমা করা হয়, ফ্যামিলি পেন্সন দেওয়া হয়, কিন্তু যৌবন এবং বার্ধক্যে আহার এবং পোষাকের জিম্মাদারী যে হুকুমতের, এই নীতি ইসলামের পূর্ব কোন ধর্ম পেশ করে নাই। জাগতিক হুকুমতগুলি ট্যাকস্ বসাইবার জন্য এবং প্রয়োজন সময়ে ফৌজে ভর্তি করার জন্য কত সংখ্যক যুবক পাওয়া যাইবে, তাহা জানিবার জন্য আদম শুমারী করিয়া থাকে। কিন্তু ইসলামী হুকুমতে হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফৎকালে যে প্রথম আদম শুমারী হয়, উহা এই জন্য করা হইয়াছিল, যাহাতে জনগণের আহার ও পরনের কাপড়ের ব্যবস্থা করা যায়। এই আদম শুমারী ট্যাক্স নির্ধারণ বা ফৌজী ভর্তির জন্য প্রাপ্তব্য যুবকের সংখ্যা জানিবার জন্য করা হয় নাই। উহার উদ্দেশ্য ছিল, প্রত্যেক নাগরিকের আহার ও কাপড়ের ব্যবস্থা করা। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যামানায়ও একবার মুসলমানগণের সংখ্যা গণনা করা হয়। কিন্তু তখনও ইসলামী হুকুমত কায়েম হয় নাই। উহার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের সংখ্যা জানা। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী হুকুমতে প্রথম আদমশুমারী হয় হযরত উমর (রাঃ -এর খেলাফৎকালে এবং উহার উদ্দেশ্য ছিল সকল নাগরিকের আহার ও কাপড়ের ব্যবস্থা করা। ইহা কত বড় পদক্ষেপ যদ্বারা সারা বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। কেবল "দরখাস্ত দাও, বিবেচনা করা হইবে" বলিলে সমস্যার সমাধান হইবে না এবং মানুষ সহ্য করিতে পারে না। সেই জন্য ইসলাম রাজ্যের প্রত্যেকের

খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা হুকুমতের জিম্মায় ন্যস্ত করিয়াছে। প্রত্যেক ধনী এবং দরিদ্রকে আহার ও কাপড় দিতে হইবে। ক্রোড়পতিও ইহা পাইবার হকদার। হইতে পারে সে পরে অন্য কাহাকেও এগুলি দিয়া দেয়। ইহা এইজন্য যে কেহ যেন মনে না করে যে তাহাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে।

অতঃপর ব্যবসায় সম্বন্ধেও ইসলাম নীতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে, যাহাতে ধোকাবাজির অবকাশ না থাকে। ইসলাম আদেশ দিয়াছে যে, মাল না দেখিয়া খরিদ বিক্রয় হইতে পারিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি কেহ কাপড়ের থান খরিদ করিতে চাহে, তাহা হইলে দোকানদারের কর্তব্য হইবে খরিদদারকে উহা দেখান। সে বলিতে পারিবে না যে, কাপড় না দেখিয়া লইলে সে উহা কম মূল্যে দিবে অথবা কেহ ইহা বলিতে পারিবে না যে, সে পাথর ছুড়িবে এবং যে বস্তুর উপর উহা পড়িবে উহা তাহার, কিন্তু কেহ ইহাও বলিতে পারিবে না যে, আমি এই স্তূপ খরিদ করিলাম, ইহাকে ওজন করিবার প্রয়োজন নাই। একবার হযরত রসুল করীম (সাঃ) বাজারে গিয়া দেখেন, সেখানে এক ব্যক্তি বলিতেছে, এই গমের স্তূপটির মূল্য এত এবং অপর এক স্তূপের মূল্য এত। হযরত রসুল করীম (সাঃ) স্তূপের উপর হাত দিয়া আঘাত করিলে দেখা গেল নীচে ভিজা গম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা ভিজা কেন? সে বলিল, বৃষ্টি হইয়াছিল, সেই জন্য গম ভিজিয়া গিয়াছে। হুজুর (সাঃ) বলিলেন, ভিজা গম নীচে কেন রাখিয়াছ? এই প্রকারের সওদাকে তিনি অবৈধ ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, লেনদেনের ব্যাপারে যেন কোন প্রকার ধোকা না থাকে।

পুনঃ ইসলাম জুয়া খেলাকে হারাম ঘোষণা করিয়াছে। কারণ এতদ্বারা যাহারা উপার্জন করে, তাহারা অন্যদের ক্ষতি সাধন করে এবং ইহার ফলে ব্যবসায় হইতে মানুষের মন হটিয়া যায়। লটারীও ইহার শামিল। আজকাল মুসলমানগণও ইহাতে যোগদান করে। কিন্তু ইহাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জুয়া যে কোন আকারেই হউক অবৈধ। মুর্তি করিয়াই হউক অথবা নিশানে মরিয়াই হউক এইরূপ খেলাকে ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করিয়াছে।

পুনঃ কুরআন করীম আদেশ দিয়াছে যে, তোমরা যখন সওদা কর, তখন উহা লিপিবদ্ধ কর। ইংরাজী ফার্মগুলিতে বিক্রয়ের মেমো দেওয়া হয় এবং ইউরোপীয়েরা এ বিষয়ে গৌরব করে। কিন্তু এই নীতি সর্বপ্রথম কুরআন করীম পেশ করিয়াছে। মুসলমানগণ যদি এই নীতি বর্জন করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা তাহাদের বদকিসমতী।

পুনঃ সুদের বিষয় দেখুন। ইসলাম ইহাকেও নিষিদ্ধ করিয়াছে। সুদও প্রকৃত ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এতদ্বারা জোটভুক্তওয়ালারা আগে বাড়িয়া যায় এবং অন্যেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

বন্ধক সম্বন্ধে ইসলামের আদেশ এই যে, দায়বদ্ধ বস্তু ঋণ-দাতার হস্তগত হওয়া চাই এবং বিষয়টি লিপিবদ্ধ হওয়া চাই।

ইসলাম বায়য়ে সালাম, যে ব্যবসায়ে জিনিষ খরিদের জন্য অগ্রিম দেওয়া হয়, বৈধ করিয়াছে। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় এই যে, মুসলমানগণ আজকাল সুদ গ্রহণ করে অথচ বায়য়ে সালামকে অবৈধ করিয়া রাখিয়াছে। সুদের মোকাবেলায় ইসলাম বায়য়ে সালামকে বৈধ করিয়াছে। আজকাল সুদ সম্বন্ধে বলা হয় যে ইহা তো ব্যাঙ্কের সুদ। ইহা লইলে দোষ কি? বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। উহার নাম যাহাই রাখা যাউক, উহা হারাম। অনুরূপভাবে ইসলাম ব্যবসায় সম্বন্ধে আরও কতকগুলি নীতি নির্ধারণ করিয়াছে, যেগুলি ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য অত্যন্ত জরুরী। মুসলমানগণের গাফলতির জন্য ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে এখন সহসা ব্যাঙ্কগুলিকে বন্ধ করা অসম্ভব। ইহা করিলে দেশ দেউলিয়া হইয়া যাইবে। কিন্তু মুসলমানগণ যদি ঘোড়া হইতে বায়য়ে সালাম জারি রাখিত, তাহা হইলে তাহারা আজ ব্যাঙ্কের দাস হইয়া পড়িত না। এখনও হিকমতের সঙ্গে এমন কতকগুলি উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে, যদ্বারা বিনা সুদে ব্যবসায় জারি রাখা যাইতে পারে। পূর্বেও মানুষ ব্যবসায় করিত এবং মুসলমানগণের মধ্যে বড় বড় ব্যবসায়ী ছিল। তাহারা সুদহীন ব্যবসায় করিত। তখন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

অতঃপর কৃষকদিগের বিষয় দেখুন। তাহাদের সম্বন্ধেও ইসলাম গুরুত্বপুর্ণ কানুন ধার্য করিয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, কোন বস্তুকে বিক্রয়ের পূর্বে বিক্রয় করা যাইবে না। কারণ ইহার মধ্যে ধোকার অবকাশ থাকে। ঝড় বহে এবং ফসল পড়িয়া যায় অথবা শষ্য কম হইয়া যায়, বিশেষ করিয়া তিনি ফলের বাগান সম্বন্ধে আদেশ দিয়াছেন যে, ফল পাকিবার পুর্বে বাগানের ফল বিক্রয় হইবে না। অবশ্য যমীন সমেত খরিদদারের নিকট সোপর্দ করিলে পৃথক কথা। ইহাতে খরিদদার চাষ করিয়া ক্ষতিপুরণ লইতে পারে। মোটকথা ফল পাকিবার পুর্বে কাঁচা অবস্থায় উহা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। চাষ সম্বন্ধে হুজুর (সাঃ) وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ (সুরা আনআম-১৭ রুকু)। অর্থাৎ 'ফসল কাটিবার সময় চাষীর হক আদায় করিয়া দাও।' গরীবের হক আগে আদায় করিলে, তোমার যমীনের ফসল তোমার জন্য বৈধ হইবে, নচেৎ নহে। পুনঃ অন্যের ক্ষেতের উপর দিয়া পানি লওয়ার ব্যাপার আছে। ইসলামের আদেশ এই যে, কেহ যদি তোমার যমীনের উপর দিয়া পানি লইয়া যাইতে চাহে, তাহাকে আটক দিবে না। ইহা করিলে ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

২৭। নামায—শর্তাবলী ও আদব।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৫৯। হযরত আবু মসউদ উকবা বিন আমর বদরী রাযি আল্লাহু অনহু বলেন: এক ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া নিবেদন করিল যে, সে অমুক ব্যক্তির কারণে প্রত্যুষের নামাজে শামিল হয় না, যেহেতু সে দীর্ঘ নামায পড়ায়। বর্ণনাকারী উক্‌বা (রাযিঃ) বলেন: হুজুর (সাঃ আঃ)-কে তখন আমি যেরূপ রাগান্বিত হইতে দেখিলাম, তেমন কখনো কোন উপদেশ দেওয়ার সময় দেখি নাই। তিনি (সাঃ) বলিলেন: লোকগণ শোন! তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ ঘৃণার সৃষ্টি করে এবং মানুষের বীতশ্রদ্ধ হওয়ার হেতু হয়। তোমাদের মধ্যে যাহারা ইমাম হয় তাহারা যেন হাল্কা নামায পড়ায়। কারণ, তাহার পিছনে দুর্বল বৃদ্ধ, বাচ্চা, এবং কাজ কর্মের লোকও নামায পড়ে।"

('বুখারী, কেতাবুস্ সালাত বাবু তাখফিফুল ইমাম, ১:৯৭ পৃঃ)

১৬০। হযরত ইৎবান বিন মালেক রাযি আল্লাহু আনহু (বদর যুদ্ধে যোগদানকারী সাহাবী) বলেন: আমি আমার গোত্র বনি সালেমকে নামায পড়াইতাম। আমার গৃহ এবং গোত্রের লোকদের গৃহের মধ্যে একটা বড় নালা ছিল। বৃষ্টি হইলে মসজিদে যাইতে কঠিন হইত। ইৎবান (রাযি) বলেন, আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম যে, আমার দৃষ্টি-শক্তি দুর্বল। আমার এবং আমার গোত্রের ঘরগুলির মধ্যে একটা প্রশস্ত নালা আছে। বৃষ্টি হইলে ইহা পার হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়। আমি চাই হুযুর আমার গৃহে আসিয়া নামায পড়েন যাহাতে আমি ঐ স্থানটিকে আমার নামাযের স্থান করিয়া নেই।' আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন, হাঁ, আমি যাইব।" পরদিন বেশ বেলা হওয়ার পর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আমার গৃহে পদার্পন করিলেন এবং ভিতরে আসার অনুমতি চাহিলেন। আমি স্বাগতম জানাইলাম। তিনি ভিতরে আসিয়া বসিবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি তোমার ঘরের কোন অংশ

নামাযের স্থান করিতে চাও? আমি স্থান জানাইলাম। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেখানে দাঁড়াইয়া তকবীর কহিলেন এবং আমরাও তাঁহার (সাঃ)-এর পিছনে সাফ (পংতি) বাঁধিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি (সাঃ) দুই রাকায়াত নামায পড়িলেন এবং দোয়া করিলেন। তাঁহার জন্য হারিরা পাকান হইতেছিল। এজন্য আমি দাওয়াত কবুলের দরখস্ত করিলাম। তিনি (সাঃ) কবুল ফরমাইলেন। ইতিমধ্যেই মহল্লার লোকজন শোনিতে পাইলেন যে, হুযুর (সাঃ) গৃহে তশরীফ আনিয়াছেন। অনেক লোক আসিয়া পৌঁছিলেন। ঘরে বেশ ভীড় হইল। এক ব্যক্তি বলিল, মালিক কোথায়? তাঁহাকে দেখা যায় না। অন্য এক ব্যক্তি বলিল, সে তো মুনাফেক। আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের কোন মহব্বত তাহার নাই। হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন, অমন বলিবে না। তুমি কি দেখ না যে, সে স্বীকার করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ বা উপস্য ও আরাধ্য) নাই এবং এই কথা শুধু আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির জন্য মানে। ইহাতে সে ব্যক্তি বলিল: আল্লাহ তাঁহার ও রসুল (সাঃ) সর্বপেক্ষা ভাল জানেন। আমরাও দেখি যে মুনাফেকদের সঙ্গে তাঁহার মেলামেশা অধিক এবং তাহাদেরই সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলেন।' ইহাতে তিনি (সাঃ আঃ) ফরমাইলেন: আল্লাহতায়ালা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দোযখের আগুন হারাম (নিষিদ্ধ) করিয়াছেন, যে আল্লাহতায়ালার খাতিরে ইহা মানে যে, আল্লাহতায়ালা ছাড়া কোনো 'মাবুদ' নাই।"

['মুসলিম,' কেতাবুস্-সালাত,' বাবুররাফয়াতে ফিল-তাথাল্লফি আনিল জামায়াতে বে-ওযরীণ,' ১-১: ২৫১ পৃঃ]

১৬১। হযরত সু'বান রাযি আল্লাহু আনহু বলেন, যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায হইতে ফারেগ হইয়া তিন বার ইস্তেগফার করিতেন এবং এই দোওয়া করিতেন: اللهم انت السلام و منك السلام تباركت و تعاليت يا ذا الجلال و الاكرام

'আল্লাহ্ আমার, তুমি শান্তিময় ও শান্তি-দাতা। তোমারই নিকট হইতে শান্তি পাওয়া যায়। হে মহা প্রতিপাত্বিত, মহাবদান্যশীল ও মহা সম্মানিত খোদা, তুমি সব কল্যাণের মালিক।'

এই হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইমাম আওযায়ী একজন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে হুযুর (সাঃ) কিরূপে ইস্তেগফার করতেন? তখন তিনি বলিলেন: 'আস্তাগফেরুল্লাহ, আস্তাগফেরুল্লাহ—অর্থাৎ, 'আমি আল্লাহতায়ালার নিকট মাগফেরাত চাহিতেছি'—পাঠ করিতেন। ('মুসলিম, কেতাবুস-সালাত; বাবু এস্তেহবাবুয্ যেকরে ব'দাস সালাত, ১-১: ২২২পৃঃ) (ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

সীরাতুন্নবী (সাঃ আঃ)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ)

"নবী করীম (সাঃ আঃ) সেই সময়েই ইহধাম ত্যাগ করিয়া তাঁহার মৌলা ও প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন যখন তিনি তাঁহার আরব্ধ কাজ পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।"

"তাঁহার পূর্বে কোন নবী ঐ সর্বোচ্চ পর্যায়ের কামাল ও পূর্ণবিকশের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই।

"তিনি সাহাবা কেরামকে তাঁহার অতুলনীয় পবিত্রকরণ শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ খোদামুখি করিয়াছিলেন।"

"সাহাবা কেরামের এই নমুনা আমি আমার জামাতের মধ্যেও দেখিতে চাই। আল্লাহতায়ালাকে সব কিছুর উপর শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান কর।"

"হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম সেই সময়েই ইহলীলা ত্যাগ করিয়া তাঁহার মৌলা ও প্রভু আল্লাহতায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন যখন তিনি তাঁহার আরব্ধ কাজ পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহা কোরআন শরীফ হইতেই প্রমাণিত, যেমন আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :—

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا

অর্থাৎ আজ আমি কোরআন অবতীর্ণ করিয়া এবং মানবাত্মাসমূহে পূর্ণ বিকাশ সাধন (তকমীলে নফুস) করিয়া তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছি, এবং তোমাদের জন্য দ্বীনে-ইসলামকে মনোনীত করিয়াছি। মোদ্দা কথা এই যে, কুরআন মজীদ যতখানি নাযেল হওয়ার দরকার ছিল ততখানি তাহা নাযেল হইয়াছে, এবং যোগ্যতাসম্পন্ন মানবাত্মাসমূহে অতি আশ্চার্যজনকভাবে কল্পনাতীত ক্রিয়া ও পরিবর্ত্তনসমূহ সাধিত করিয়াছে, এবং তরবিয়ত (শিক্ষা-দীক্ষা ও আত্মার ক্রমবিকাশ)-কে কামাল ও পূর্ণত্বের মার্গে পৌঁছাইয়া তাঁহার নেয়ামত বা পুরস্কারকে তাহাদের জন্য পূর্ণ করিয়াছে এ সেই দুইটি জরুরী রোকন (মৌলিক বিষয়), যাহা এক নবীর আগমনের চরম ও মোক্ষম উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। এখন লক্ষ্য করুন, এই আয়াত দ্বারা কত জোরদার ভাবে ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) ততক্ষণ পর্যন্ত ইহধাম ত্যাগ করেন নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনে-ইসলামকে, কুরআন অবতীর্ণ করণ এবং মানবাত্মাসমূহের পূর্ণ বিকাশ সাধনের দ্বারা কামেল করা হয় নাই। আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রেরিত হওয়ার এই সেই বিশেষ আলামত বা চিহ্ন, যাহা কোন মিথ্যাবাদীকে কখনও দান করা হয় না। বরং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পূর্বকালে কোন সত্যবাদী নবীও এই সর্বোচ্চ পর্যায়ের কামাল ও পূর্ণ বিকাশের দৃষ্টান্ত ও নমুনা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই— এমনভাবে যে, একদিকে আল্লাহতায়ালার কেতাব অতি সুচারুরূপে শান্তির সহিত

পূর্ণতা লাভ করে এবং অপরদিকে মানবাত্মাও পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত, কুফরকে সর্বোতভাবে পরাজয় বরণ করিতে হয় এবং ইসলাম সর্বোতরূপে বিজয় লাভ করে। আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর নবুওত এবং কুরআন করীমের সত্যতা ও হক্কানিয়ত এই দলীলের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এবং অতি উচ্চপর্যায়ে প্রতীয়মান হয় যে, আঁ-জানাব আলাইহিস সালাতু ওস্‌সালাম এমন সময়ে জগতে প্রেরিত হন, যখন জগত তদীয় অবস্থা ও পরিস্থিতির দ্বারা এক মহা মহিমান্বিত সংস্কারকের প্রত্যাশা করিতে ছিল, অতঃপর তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না সত্যকে ভূপৃষ্ঠে কায়েম করিয়া দেন" (নুরুল কুরআন)

"সাহাবা কেরাম (রাযিঃ)-এর এই নমুনা আমি আমার জামাতের মধ্যে দেখিতে চাই, তাহারা যেন আল্লাহতায়ালাকে অগ্রগণ্য করেন, শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করেন এবং কোন কিছুই যেন তাহাদের এই পথে প্রতিবন্ধক না হয়। তাহারা যেন মাল ও জানকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। সাহাবা কেরাম (রাঃ) চাহিতেন, আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যদিও এই পথে তাঁহাদের কতই না যাতনা ও সর্ব প্রকারের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়। যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিপদ ও সঙ্কটাবলীর মধ্যে পতিত না হইতেন, এবং ইহাতে বিলম্ব হইত, তাহা হইলে তিনি কাঁদিতেন, উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এই সকল পরীক্ষা ও সঙ্কটের তলদেশেই খোদাতায়ালার রেযামন্দী ও সন্তুষ্টির পরওয়ানা এবং খাজানা লুক্কায়িত রহিয়াছে ... সাহাবা যে মোকামে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা কুরআন শরীফে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে:

منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر — অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কতকজন শাহাদত বরণ করিয়াছেন, যেন ইহা বরণ করিয়াই তাঁহারা আসল উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হইয়াছেন, আর তাঁহাদের অপরাপরগণ এই প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের শাহাদত বরণের সৌভাগ্য ঘটে। সাহাবা (রাঃ) দুনিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন নাই, যেন দীর্ঘ জীবি হইতে পারেন এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য লাভ করিয়া চিন্তামুক্ত ও ভোগবিলাসের জীবন যাপনের উপকরণ সৃষ্টি হয়। আমি যখন সাহাবা কেরাম (রাঃ)-এর এই আদর্শ ও নমুনা প্রত্যক্ষ করি তখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র করণ শক্তি এবং তাঁহার ফয়জান ও কল্যাণ প্রবাহের চরমত্বের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতিদানে বাধ্য হই। কি কল্পনাতীত পরিবর্তন তিনি তাঁহাদের জীবনে ঘটাইয়াছিলেন—তিনি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ খোদামুখী করিয়া দিয়াছিলেন।

"আল্লাহুমা সাল্লে আলা মুহাম্মাদেঁও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ ওয়া বারেক ও সাল্লেম।"

মোটকথা আমাদের এই কর্তব্য হওয়া উচিত, আমরা যেন আল্লাহতায়ালার রেযামন্দী ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যাশী ও অন্বেষণকারী হই এবং তাঁহাকেই স্বীয় জীবনের প্রকৃত ও প্রধান কাম্য বলিয়া নির্ধারণ করি। আমাদের সকল প্রচেষ্টা ও সাধনা আল্লাহতায়ালার প্রীতি ও সন্তোষ লাভে নিয়োজিত হওয়া উচিত, যদিও তাহা কঠিন যাতনা ও বিপদাবলীর মধ্য দিয়াই লাভ করিতে হয় না কেন। এই রেযায়ে-এলাহী বা ঐশী প্রীতি ও সন্তোষ দুনিয়া এবং উহার সকল প্রকারের ভোগ ও সুস্বাদ হইতে শ্রেয়।" (মলফুজাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮১ ও ৮৬)

অনুবাদ:—আহমদ সাদেক মাহমুদ

কাদিয়ানের সালানা জলসা উপলক্ষে—

পবিত্র পয়গাম

সৈয়েদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই:)

[১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ৮৬তম সালানা জলসা উপলক্ষে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আই:)-এর প্রেরিত ও জলসার প্রথম অধিবেশনে পঠিত গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র পয়গামের বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।]

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

বেরাদেরানে কেরাম,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহে ও বারাকাতুহু

আজ আপনারা এই পবিত্র নগরী কাদিয়ানে পুনরায় এই উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছেন যাহাতে আপনারা এ কথার ঘোষণা করেন যে আল্লাহতায়ালা আমাদের রব, যাঁহার ফয়েয ও কল্যাণ প্রবাহ বিশ্বভ্রমাণ্ডব্যাপী পরিব্যাপ্ত। তিনিই রব্বুল আলামীন। সকল স্থান, কাল ও জনপদ এবং দেশের তিনিই রব—স্রষ্টা ও প্রতিপালক, এবং সকল কল্যাণ ও ফয়েযের তিনিই উৎস। এই হিসাবে তাঁহারই অধিকার বার্তায় যেন তাঁহার হাম্দ ও প্রশংসা করা হয়, তাঁহার তৌহিদকে স্বীকার করা হয় এবং তাঁহার সহিত জিন্দা ও জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। এতদ্ব্যতীত আমরা এ উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছি যাহাতে এ কথার ঘোষণা করি যে, ইসলাম আমাদের ধর্ম, যাহা আমাদিগকে সামগ্রিক নিরাপত্তার ও শান্তিপরায়নতার শিক্ষা দিয়াছে। ইহা আমাদিগকে তাকিদ জানায়, আমরা যেন জগতে এই বাণী প্রচার করি যে, খোদাতায়ালার পবিত্র কালাম কুরআন করীমই সেই শরিয়ত, যাহার উপর পরিচালিত হইয়া প্রকৃত সমৃদ্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কুরআন করীমই পিতা-পুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে, ভাইয়ে ভাইয়ে, জাতিতে জাতিতে এবং দেশে দেশে পারস্পরিক প্রীতি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সহানুভূতির ভিত্তি সমূহের উপর শান্তি প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দান করে। এই শিক্ষার উপর আমল করিলে একদিকে যেমন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে শান্তি ও প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তেমনি অপরদিকে মানব গোষ্ঠী ও জাতিসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের পথ সুগম ও প্রশস্ত হয়।

পুনঃ আপনারা এখানে এই উদ্দেশ্যে একত্রিত হইয়াছেন, যাহাতে সম্মিলিতভাবে আপনারা আপনাদের রব্বে করীম—মহানুভব খোদাতায়ালার স্তুতি বর্ণনা করেন। যে সব ভাল কথা আপনাদের নিকট পৌঁছানো হয় সেগুলিকে নিজেদের মন ও মস্তিষ্কে সযত্নে সংরক্ষণ করুন, সেগুলির উপর নিজেও আমল করুন এবং প্রেম ও ভালবাসার সহিত অন্যকেও আমল করার আহ্বান জানান। খোদাতায়ালা এই নগরীকে এক পবিত্র স্থান হিসাবে নিরূপিত করিয়াছেন। ইহার পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখার দিকেও আপনারা লক্ষ্য রাখুন এবং নিজেদের সময়কে এমনরূপে অতিবাহিত করুন, যাহাতে ইহার বরকত, ফয়েজ ও কল্যাণের দ্বারা আপনারা অধিকতর এবং উত্তমরূপে উপকৃত হইতে পারেন।

মহান সেলসেলা আহ্‌মদীয়া প্রায় ৮৮ বৎসর যাবৎ কায়েম হইয়াছে। প্রথমে উহা একটি অঙ্কুরের ন্যায় ছিল। খোদায়ী ওয়াদা অনুযায়ী ইহার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। এখন উহা পাত্র-পল্লবে সুশোভিত এক মহামহীরূহে পরিণত হইয়াছে, যাহার শাখা-প্রশাখা বিশ্বের সকল দেশে ও জনপদে বিস্তার লাভ করিয়াছে। বয়সের দিক দিয়া ইহার শৈশবকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখন আমরা এক নূতন যুগ-আবর্তনে প্রবেশ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

প্রথম এই যে, হিজরী সনের দিক দিয়া চতুর্দশ (১৪) শতাব্দী শেষ হইতে মাত্র দুই বৎসর বাকী আছে এবং অতি শীঘ্র আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীতে পদার্পন করিতে যাইতেছি। নূতন শতাব্দী শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিগত শতাব্দীগুলির ন্যায় নূতন একজন মুজাদ্দিদ আবির্ভূত হওয়ার ধারণা কোন কোন ব্যক্তির মনে উদয় হইতে পারে। এপ্রসঙ্গে এই কথাটি প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের দেওয়া সুসংবাদ সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) যখন আবির্ভূত হইলেন, তখন তিনি নিজে এই দাবী করিলেন যে তাঁহাকে কেবল এক শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসাবে প্রেরণ করা হয় নাই বরং দুনিয়ার আয়ুষ্কালের শেষ হাজার বৎসর কালের জন্য মুজাদ্দিদ হিসাবে তিনি প্রেরিত হইয়াছেন এবং তিনি 'ইমাম আখেরুয্‌যামান' (শেষ যুগের ইমাম) হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছেন। সেইজন্য এখন নূতন কোন ইমাম বা মুজাদ্দিদের আগমনের সম্ভাবনা নাই। মুজাদ্দিদগণের প্রয়োজন সেই যুগের জন্যই নির্ধারিত ছিল যখন খেলাফতের শৃঙ্খল বহাল ছিল না বরং বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সেই যুগের জন্যই হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ) মুজাদ্দিগণের আগমনের সংবাদ দিয়াছিলেন। এতদসঙ্গে তিনি ইহাও এরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালা মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দ্বারা 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' (নবুওতের পদ্ধতিতে খেলাফত) পুনরায় কায়েম করিবেন এবং উহার শৃঙ্খল কিয়ামতকাল পর্যন্ত জারী থাকিবে। সুতরাং এ কথা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওত' পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পৃথকভাবে কোন মুজাদ্দিদের প্রয়োজন থাকিল না। এখন ধর্মের সংস্কার ও নবায়ন এবং পুনরুজ্জীবনের কাজ কিয়ামতকাল পর্যন্ত, ইনশাআল্লাহ মসীহ মওউদ (আঃ)-এর খলিফাগণের মাধ্যমেই সুসম্পন্ন হইতে থাকিবে। তাঁহারা হইবেন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর যিল্ল বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ।

ইহাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, খেলাফতের এন্‌আম বা পুরস্কার এই সর্ত সাপেক্ষ যে, মুমেনীনের জামাত যেন খেলাফত-নিযামের কদর ও মর্যদা উপলব্ধি করে এবং উহার স্থিতি ও চির স্থায়িত্বের জন্য যথাযথ সাধনা ও প্রচেষ্টা জারী রাখে। এই প্রসঙ্গে জামাতের জন্য

বিশেষ কর্তব্য, তাঁহারা যেন ছোট ও বড়, স্ত্রী ও পুরুষ সকলকে এবং অনাগত ভবিষ্যত বংশধর দিগকে খেলাফতের গুরুত্ব ও আবশ্যকতার বিষয় উত্তম রূপে ও বিশদভাবে বুঝাইতে থাকেন, যাহাতে জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে প্রাঞ্জলভাবে একথাটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে, ইসলামের উন্নতি এবং খোদাতায়ালার ফজল ও বরকত এবং কল্যাণ সমূহ লাভ করা খেলাফত-নেযাম এবং ইহার স্থিতিশীলতার সহিতই সংযুক্ত, এবং এ বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, من شذ شذ فى النار ("যে ব্যক্তি নেযাম বা জামাত হইতে বিচ্ছিন্ন হয় সে কর্তিত হইয়া আগুনের মধ্যে পতিত হয়") উক্ত হাদিসের পবিত্র নির্দেশ অনুযায়ী যে ব্যক্তি এই নেযাম হইতে বিমুখ বা বিচ্ছিন্ন হইবে সে জাহান্নামে নিজের বাসস্থান বানাইবে। (আল-ইয়াযুবিল্লাহে —এমনতর অবস্থা হইতে আল্লাহতায়ালার আশ্রয় কামা)

এই বিষয়টির প্রতিও যেন আপনাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অনুসারী হিসাবে আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে জগতে পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মনোনীত করিয়াছেন। এখন ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী মানব জাতীকে ইসলামের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দান এবং নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর গোলামীর আওতাভুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্তায়ালার প্রকৃত আব্দ ও বান্দায় পরিণত করার কাজ অপনাদের উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে, এবং এই কাজ এক বৎসর অথবা এক শতাব্দীতে সীমাবদ্ধ নয় বরং 'শেষ হাজার বৎসর' কালের সমাপ্তি পর্যন্ত বংশপরাম্পরায় ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। এবং ইহা আপনাদেরই দায়িত্ব যে, সমগ্র জগতকে এবং উহার ভাবী বংশধরদিগকে ইসলামের দিকে আনয়ন করেন, অতঃপর তাহাদিগকে ইসলামের উপর কায়েম রাখেন।

এই মহান দায়িত্বাবলী সুসম্পাদের পন্থা এই যে, আপনারা কুরআন মজীদের প্রতি অতুলনীয় ভালবাসা রাখুন, উহার জ্ঞান রাশিতে বুৎপত্তি লাভ করুন, এবং খাঁটি হৃদয়ে নিষ্ঠার সহিত উহা জীবনে পালন করুন। ইহা ব্যতিরেকে আপনারা সমগ্র জগতকে ইসলামে আনয়নে সফলকাম হইতে পারেন না। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এলাহী শুভসংবাদ অনুযায়ী আগামী শতাব্দী ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিজয় ও প্রাধান্য বিস্তারের শতাব্দী। ইহা খোদায়ী তকদীর, যাহা অবশ্য অবশ্যই পূর্ণ হইবে। কিন্তু আপনারা যদি ইহা মনে করেন যে, উক্ত বিজয় ঘরে বসিয়াই হইয়া যাইবে, তাহা হইলে ভুল করিবেন। বিজয় মুহূর্তের শুভাগমনের জন্য আপনাদিগকে কঠোর পরিশ্রমে নিজেদের রক্ত ও ঘম্র একীভূত করিতে হইবে, নিজেদের ধন, সম্পদ, সময় এবং আরাম ও বিশ্রামের কুরবানী পেশ করিতে হইবে। দুনিয়া এক মহাভয়াবহ ধ্বংসের তীরে দণ্ডায়মান ইহাকে উদ্ধার ও রক্ষা করা আপনাদের এবং আমার জিম্মাদারী। আমাদিগকে প্রত্যেকটি মানুষের নিকট পৌঁছিয়া ইসলামের সহি ও সঠিক শিক্ষা তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে এবং তাহাকে জানাইতে হইবে --

দেশ ও জাতি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের কী পথ? এতদোদ্দেশ্যে ব্যাপকহারে প্রত্যেক ভাষায় ইসলামী লিটারেচার প্রস্তুত করার প্রয়োজন রহিয়াছে। তারপর প্রয়োজন যে, জ্ঞানগত ভাবে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যেন দুনিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলী এবং উহাদের সম্পর্কে ইসলামের পেশকৃত সমাধান-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবগত ও পরিচিত হয়। যদি আমরা নিজেরাই সেগুলির সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অপরিচিত থাকি, তাহা হইলে দুনিয়াবাসীকে আমরা কি বুঝাইতে পারিব? সেই জন্য গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন করীম এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী বার বার পাঠ করা আমাদের আবশ্যকর্তব্য। সেখান হইতেই আমরা সেই জ্যোতিঃ লাভ করিতে সক্ষম হইব। সেই সময় সন্নিকট, যখন "ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহে আফওয়াজান"-এর দৃশ্য আমাদের চক্ষের সামনে ভাসিবে। সেই আগন্তুকগণের তালীম ও তরবীয়ত এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা আমাদিগকেই করিতে হইবে। কিন্তু সেই সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই আমাদের নিজেদের তালীম ও তরবীয়তের দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত এবং পূর্ণ মনোনিবেশ ও অনুরাগ এবং আত্মবিলিনতার সহিত কুরআনী উলুম শিক্ষা করা উচিত।

মোটকথা, আপনাদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব হইল এই যে, আপনারা খোদা ও রসুল (সাঃ আঃ)-এর সাচ্চা ও ওয়াফাদার (প্রকৃত ও বিশ্বস্ত) বান্দা হন। আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর আঞ্চলের সহিত সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হইয়া থাকুন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সকল দাবীর প্রতি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত ইমান রাখুন এবং খেলাফতে-হাক্কা-ইসলামীয়ার সহিত নিবীড় সম্বন্ধ ও দৃঢ় সংযোগ সূত্রে কোন প্রকার নড়চড় বা দুর্বলতা সৃষ্টি হইতে দিবেন না। অতঃপর ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য বিস্তারের আসমানী পরিকল্পনা ও অভিযানে ধন, প্রাণ কৌশল তথা সর্ববিধ আত্মত্যাগে অধিক হইতে অধিকতর অংশ গ্রহণ করুন। আপনাদের ইহাও দায়িত্ব যে, আপনারা কেবল নিজেরাই এই সকল গুণে গুণান্বিত হইবেন না বরং এই সকল গুণকে ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যেও সঞ্চারিত করিতে হইবে, যাহাতে ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং প্রাধান্য বিস্তারের কাজ বংশ পরাম্পরায় কিয়ামতকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

আল্লাহতায়লা আপনাদের সকলকে এই সকল কথা হৃদয়ঙ্গম করার এবং তদনুযায়ী আমল করার সামর্থ ও তওফিক দিন এবং সর্বক্ষণ আপনাদের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

ওয়াসসালাম

মীর্যা নাসের আহমদ

খলিফাতুল মসীহ সালেস

"মুজাদ্দিদ আখেরুয্ যামান" বা 'শেষ যুগের মুজাদ্দিদ' সম্পর্কে—

— আহমদ সাদেক মাহমুদ

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ইরশাদ :

("আদম আঃ হইতে জগতের নির্ধারিত আয়ুষ্কালের) সপ্তম হাজার কাল হইল হেদায়েতের যুগ, যে যুগের মধ্যে আমরা মওজুদ রহিয়াছি। যেহেতু ইহা আখেরী হাজার বৎসরের যুগ, সেই হেতু ইহা জরুরী ছিল যে, 'ইমাম আখেরে যামান' ইহার শিরভাগে আসিবেন, এবং তাঁহার পর আর কোন ইমাম নাই, এবং না কোন মসীহ, কিন্তু সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁহার হইয়া তাঁহার প্রতিচ্ছায়া হিসাবে আগমন করেন। কেননা এই হাজার বৎসরে এখন দুনিয়ার আয়ুষ্কালের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। এ সম্বন্ধে সকল নবী সাক্ষ্য দান করিয়াছেন। এবং এই ইমাম, যিনি খোদাতায়ালার তরফ হইতে মসীহ মওউদ বলিয়া আখ্যায়িত, তিনি শতাব্দীরও মুজাদ্দিদ, এবং শেষ হাজার বৎসরকালেরও মুজাদ্দিদ। এ বিষয়ে খৃষ্টান ও ইহুদীগণেরও মতপার্থক্য নাই যে, আদম হইতে এই যুগ সপ্তম হাজারের যুগ।" ('লেকচার শিয়ালকোট, পৃঃ ৭)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ -এর এরশাদ :

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাযি আল্লাহু আনহু) এক প্রশ্নের জওয়াবে ৬ই এপ্রিল ১৯৩৬ইং তারিখে বলিয়াছেন :

"খলিফা স্বয়ং মুজাদ্দিদ হইতেও বড় হইয়া থাকেন এবং তাঁহার কাজ শরীয়তের আহকামকে বলবৎ ও কার্যকরী করা এবং দ্বীনকে কায়েম করা হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার বিদ্যমানতায় মুজাদ্দিদ কিরূপে আসিতে পারেন?

"মুজাদ্দিদ তো সেই সময়ে আসিয়া থাকেন, যখন ধর্মে বিকারের সৃষ্টি হয়।"

('আল-ফজল, ৮ই এপ্রিল, ১৯৪৬ইং)

হযরত ইমাম সিউতী (রহঃ)-এর এরশাদ :

হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সিউতী (রহঃ) বিগত মুজাদ্দিদগণের নাম স্বীয় এক কবিতায় উল্লেখ করিয়া "ঈসা নবীউল্লাহ্"-কেই আখেরী যুগের মুজাদ্দিদ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। যেমন, তিনি বলিয়াছেন :

وآخر المئين فيها يأتى عيسى نبى الله ذو الايات يجدد الدين لهذه الامة

অর্থাৎ, মুজাদ্দিদগণের সর্বশেষ শতাব্দীতে "আল্লাহ্র নবী ঈসা" যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী সহকারে আগমন করিবেন। তিনিই সেই সময়ে এই উম্মতের জন্য মুজাদ্দিদ হইবেন।

অতঃপর ইমাম সিউতী (রহঃ) আরও বলিয়াছেন : "وبعد ٤ لم يبق من مجدد" অর্থাৎ "ইমাম মাহদী মসীহ্ মওউদের পর কোন মুজাদ্দিদ বাকী থাকিবে না। (অর্থাৎ, পৃথকভাবে মুজাদ্দিদ আর আসিবেন না)।" (হুজাজুল কিরামাহ্, পৃঃ ১৩৮)

হাদিস শরীফে সুস্পষ্টতঃ ইহা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দ্বিতীয় বা আখেরী যুগে যে পুনরায় খেলাফত কায়েম হইবে তাহা চিরস্থায়ীরূপে কায়েম হইবে। সুতরাং ইসলামের প্রথম যুগে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত প্রসঙ্গে আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) বলেন :

..... ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون فيكم ملكا عاضا.....

"অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা উহা (নবুওতের পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতকে) তুলিয়া লইবেন এবং উহার পর আত্মঘাতী বাদশাহাত বা রাজতন্ত্র কায়েম করা হইবে" (মেশকাত পৃঃ ৪৬১।

পক্ষান্তরে ইসলামের দ্বিতীয় বা আখেরী যুগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিতব্য খেলাফতের উল্লেখ প্রসঙ্গে উহা উঠিয়া যাওয়া বা লুপ্ত হওয়া কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হয় নাই বরং "সুম্মা সাকাতা"—'অতঃপর রসুল করীম (সাঃ) নীরব থাকিয়া' আখেরী যুগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত খেলাফতের যুগ যুগ ব্যাপী কেয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকার দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। তেমনিভাবে নবী করীম (সাঃ) উক্ত আখেরী যুগের চিরস্থায়ী খেলাফতের আরব্ধ কাজ সম্পর্কে উহার পরে পরেই বলিয়াছেন :

تعمل فى الناس بسنة النبى صلى الله عليه وسلم ويلقى الاسلام بجرانه فى الارض

(مشكوة ص ٤٧١)

অর্থাৎ "অতঃপর পুনরায় সেই খেলাফত কায়েম হইবে যাহা নবুওতের পদ্ধতিতে হইয়া থাকে। ইহা মানুষের মধ্যে নবী করীম (সাঃ -এর সুন্নত ও আদর্শ মোতাবেক কার্য সম্পাদন করিবে এবং ইসলাম পৃথিবী ব্যাপী পা জমাইবে।" (মেশকাত, পৃঃ ৪৭১)

আল্লাহ্তায়ালা সকল প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্ধারিত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-কে শেষ হাজার বৎসর কালের মুজাদ্দিদ ও ইমাম হিসাবে প্রেরণ করিয়া তাঁহার মাধ্যমে কেয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ী খেলাফৎ পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার লিখিত 'আল-ওসিয়ত' পুস্তকে তাঁহার ইন্তেকালের পরে পরেই স্থায়ীভাবে খেলাফৎ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যান যে—"উহা স্থায়ী। উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না" (বিস্তারিত অবগতির জন্য দেখুন "আল-ওসিয়ত" পৃঃ ৪—৭)

খেলাফতের উক্ত ধারাবাহিক শৃঙ্খলে বর্তমানে রহিয়াছেন জামাত আহমদীয়ার তৃতীয় খলিফা হযরত হাফেজ মীর্যা নাসের আহ্মদ (আইঃ)। এই খেলাফত-নেযামের মাধ্যমেই ইসলামের প্রতিশ্রুত বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের জয়যাত্রা সাফল্যের সহিত দ্রুত অগাইয়া চলিয়াছে। 'ওয়া আখেরু দা'ওয়ানা আনেল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামিন।'

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্বপ্রকাশিতে পর—২৩)

চতুর্থ যুক্তি-প্রমাণ

ইসলামের বিজয় :

পূর্বের আলোচনা হতে ইহা সুস্পষ্ট যে, (১) বর্তমান যুগে একজন সংস্কারকের প্রয়োজনীয়তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, (২) সেই সংস্কারকের আবির্ভাবের সময় সংক্রান্ত নিদর্শনাবলী পূর্ণ হয়েছে, (৩) এই প্রতিশ্রুত সংস্কারক হওয়ার একমাত্র দাবীকারক হলেন হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ), এবং (৪) এই দাবীকারকের দাবীর সত্যতা তাঁর চারিত্রিক বিশুদ্ধতা সম্পর্কিত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়েছে। এখন পরবর্তী যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে তা হলো : হযরত মীর্যা সাহেবের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয় সংঘটিত হয়েছে কি না যদি সেই বিজয় এসে গিয়ে থাকে, এবং তা হযরত মীর্যা সাহেবের মাধ্যমেই কার্যকর হয়ে থাকে, তা'হলে ইহার দ্বারা তাঁর দাবীর সত্যতাই প্রতিপন্ন হবে।

ইসলামের বিজয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতির কথা এখানে পেশ করা যেতে পারে। আল্লাহতা'লা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন :

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله

(হুয়াল্লাযী আরসালা রসুলাহু বিল হুদা ওয়া দ্বীনেল হাক্কে লেইয়ুযহেরাহু আলা দ্দিনে কুল্লেহী) অর্থ "তিনিই (আল্লাহতা'লাই) হেদায়েত এবং সত্যধর্ম-সহকারে তাঁহার রসুলকে প্রেরণ করিয়াছেন যাহাতে তিনি ইহাকে (অর্থাৎ এই ধর্মকে) অন্যান্য সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন।" (সুরা আত-তওবা : ৩৩ আয়াত)।

এই প্রতিশ্রুত বিজয় সংঘটিত হওয়ার কথা ছিল প্রতিশ্রুত মসীহের যুগে এবং তাঁর মাধ্যমে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে "জামেয়ল বয়ান" শীর্ষক সুবিখ্যাত তফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে : "এনদা নুযুলে ঈসাব্‌নে মরিয়ামা" অর্থাৎ 'যে সময়ের কথা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা হলো মরিয়ম-পুত্র মসীহের দ্বিতীয় আগমন কাল।'

বস্তুতঃ এইরূপই হয়েছে যা হওয়া উচিত ছিল। বর্তমানে যত রকম ধর্ম ও মতবাদের আধিক্য দেখা যায় তা অতীতে কখনই ছিল না। মানুষে মানুষে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যোগাযোগের পদ্ধতি ও প্রকারও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষতঃ প্রিন্টিং বা মুদ্রণ-শিল্প অত্যাধিক মাত্রায় বৃদ্ধি লাভ করেছে। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে সক্রিয় প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই প্রতিযোগিতা চলছে। যদি সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত হতে হয় তাহ'লে ইহাই তার উপযুক্ত সময়।

হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেবের আবির্ভাব কালে মুসলমানদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল—তারা ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল এবং অন্যদিকে অমুসলিমগণ ইসলামের সুনিশ্চিত ধ্বংস সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী পেশ করছিল। ফলে অনেক মুসলমান খৃষ্টানদের দলে যোগ দিচ্ছিল এবং অনেকেই খৃষ্টধর্মে আগ্রহী হয়ে পড়েছিল। অনেক সৈয়দ এবং মৌলবী সাহেবান খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের বিরুদ্ধে বই পুস্তক লেখা শুরু করে দিয়েছিল এবং খৃষ্টধর্মের বিজয়াভিযানে আত্ম-নিয়োগ করে উল্লাস বোধ করছিল। তাদের নিকট খৃষ্ট-ধর্মের বিজয় অত্যাসন্ন বলে মনে হয়েছিল। 'আর্য সমাজী' বলে কথিত একটি হিন্দু সম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে ইসলাম ধর্ম এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)কে আক্রমণ করা শুরু করে দেয়—যদিও ইতিপূর্বে হিন্দুগণ নিজ ধর্ম সম্বন্ধে সর্বদা আত্মরক্ষামূলক নীতি অনুসরণ করে এসেছিল। যে ইসলামকে এতকাল পর্যন্ত অন্যান্য ধর্ম ভয় করে আসছিল, তা এই যুগে এসে অধঃপতনের চরম সীমায় পড়ে গিয়েছিল—যার ফলে মৃতদেহের উপর শকুন-চিলের আক্রমণের ন্যায় চতুর্দিক হতে পূবাদমে আক্রমণ চলছিল। মুসলমানদের মধ্যে আপোষবাদীগণ বলাবলি শুরু করছিল যে, ইসলামের শিক্ষা ইহার প্রাথমিক যুগের জন্যই প্রযোজ্য ছিল—সুতরাং এখনকার জন্য যদি তা প্রযোজ্য না হয়ে থাকে তা'হলে তজ্জন্য ইসলামকে দোষ দেওয়া যায় না।

"বারাহীনে আহমদীয়া" প্রণয়ন

হযরত মীর্যা সাহেব ইসলামের প্রাধান্য ও অপরাজয়তা সম্বন্ধে লেখার মাধ্যমে তাঁর কার্য শুরু করলেন। তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'বারাহীনে আহমদীয়া' সকলকে ঝড়ের ন্যায় আলোড়িত করল। এই পুস্তকে ইসলামের যুক্তিভিত্তিক এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি অনুরূপ যুক্তি ও জ্ঞান পেশ করার জন্য সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করেন। ইসলাম সমর্থনে তিনি পাঁচ খণ্ডে এই পুস্তক রচনা করেন তাঁর চ্যালেঞ্জের মোকাবেলাকারী যদি সফল হয় তাহ'লে তাকে তিনি দশ

হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করবেন বলে ঘোষণা করেন। ইসলামের শত্রুরা এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। যে ইসলাম আত্মরক্ষামূলক পথে এতদিন চলেছিল এখন তা লেখনীর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ তথা আক্রমণ নীতির পথ পেয়ে গেল। ইসলামের শক্ত তরবারী তথা লেখনী-শক্তি দেদীপ্যমান হয়ে উঠলো এবং সেই সঙ্গে ইসলামের শত্রুরা পলায়নের রাস্তা ধরলো।

মুসলমানগণ—তখনও হযরত মীর্যা সাহেবের দাবী সম্বন্ধে জানতো না—তারা 'বারহীনে' আহমদীয়া' গ্রন্থ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে গ্রহণ করলো। তাদের মধ্যে হাজার হাজার ব্যক্তি হযরত মীর্যা সাহেবকে যুগ-সংস্কারক বলে অভিহিত করলো। লুধিয়ানার একজন বিখ্যাত বুজুর্গ তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

"হাম্ মরীযোঁ কি হ্যায় তুমহি পে নাযার, তুম মসীহা বনো খোদা কে লিয়ে।"

অর্থ :—'আমদের মত রুগ্নদের তোমারই উপর দৃষ্টি রয়েছে। খোদার ওয়াস্তে তুমি মসীহ হয়ে যাও।'

এইভাবে মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের ভয়-ভীতি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী শত্রুদেরকেই আঘাত হানলো।

ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয় যুক্তির দ্বারাই সংঘটিত হওয়ার বিষয় ছিল। আর সেই যুক্তি এবং জ্ঞানই দিবালোকের ন্যায় অসীম সাহসে তুলে ধরলেন হযরত মীর্যা সাহেব। বিরুদ্ধবাদী খৃষ্টান এবং অন্যান্যরা পলায়ন করতে শুরু করলো। তিনি ইসলামের স্বপক্ষে যে যুক্তি পেশ করলেন সেগুলোর মোকাবেলা করার মত কারো শক্তি ছিল না। ইসলামের পুনঃজাগরণ এবং প্রতিশ্রুত বিজয়ের জয়যাত্রা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হতে লাগলো। (ক্রমশঃ)

(*'দাওয়াত উল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ* : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান)

"তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত (খেলাফত) দেখাও প্রয়োজন এবং ইহার আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। কারণ, উহা স্থায়ী। উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না, কিন্তু আমি যাওয়ার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করিবেন। তাহা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবে।" [আল-ওসিয়ত—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)]

খোদ্দাম ও আতফালের পাতা-(৯)

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

প্রশ্ন- উত্তর

প্রশ্ন ঃ--আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভের উপায় কি ?

উত্তর ঃ—যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করিয়া আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায় এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপের সৌভাগ্য লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে হযরত মসীহ মউওদ (আঃ) নিম্নোক্ত ৮টি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন :—

(১) সত্য খোদার উপাসনা করিতে হইবে। কারণ খোদা সর্বশক্তিমান, অথচ অন্যান্য সকল দেব দেবতা নিষ্প্রাণ। তাহারা কোন কথার উত্তর দিতে অক্ষম। (সুরা রাদ, ১৫ আয়াত)।

(২) আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণতম গুণাবলী ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি থাকিতে হইবে। বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আল্লাহ্ এক। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি কাহারও সন্তান নহেন এবং কাহারও পিতা নহেন, এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই। (সুরা এখলাস)

(৩) আল্লাহ্তায়ালার মহত্বের জন্য ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার প্রশংসা করিতে হইবে। কারণ তিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক, তিনি অযাচিত-দানকারী, তিনি সৎ-প্রচেষ্টার সুফলদান-কারী এবং তিনি শেষ-বিচার দিনের মালিক। (সুরা ফাতেহা)

(৪)। আল্লাহকে লাভ করিবার জন্য একমাত্র তাঁহারই সাহায্য চাহিতে হইবে এবং সেই জন্য বার বার প্রার্থনা করিতে হইবে তাহা হইলে তিনি প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন। (সুরা মুমিন ৬১ আয়াত)

কারণ তিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক, তিনি অযাচিত দানকারী, তিনি সৎ প্রচেষ্টার ফলদানকারী এবং তিনি শেষ বিচার দিনের মালিক। (সুরা ফাতেহা)।

(৫) আল্লাহ্র পথে কুরবানী করিতে হইবে। জীবন, শক্তি, সময়, সম্পদ, ইত্যাদি সকল রিযকের কুরবানীর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে (সুরা তাওবা ৪১ আয়াত, এবং বাকারা ৪ আয়াত)।

(৬) অধ্যাবসায়ের সহিত আল্লাহ্র পথে অক্লান্ত সাধনা করিতে হইবে। সকল দুঃখ যাতনার মাঝে অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পথ অবলম্বন করিতে হইবে। এইরূপ করিলে আল্লাহ্র নিকট হইতে সুসংবাদ ও আশিস সমূহ লইয়া ফিরেশতাগণ অবতীর্ণ হইবেন (সুরা হা মিম, ৩১, ৩২ আয়াত)।

৭। সত্য, ন্যায়পরায়ন ও তাকওয়া পূর্ণ ব্যক্তিদের সাহচর্যে বাস করিতে হইবে এবং তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে। কু-সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। (সুরা তাওবা ১১৯ আয়াত এবং সুরা নিসা ৭০ আয়াত)

(৮) আল্লাহতায়ালা বিশ্ববাসীগণের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন। তাই বিশ্বাসীগণ কখনও দুঃখ করিবেনা অথবা ভীত হইবে না। ইহজগত এবং পরজগতে তাহাদের জন্য শুভ সংবাদ রহিয়াছে। (সুরা ইউনুছ, ৬৪, ৬৫ আয়াত)।

উপরিল্লিখিত আটটি বিষয় ছাড়াও সমগ্র কুরআনে আরও বহু নির্দেশ রহিযাছে যেগুলি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সত্য সন্ধানীর যাত্রাপথকে সহজ এবং সুগম করিয়া তোলে। যে কেহ নিজ জীবনে উল্লিখিত পথ ও পন্থা অবলম্বন করিয়া আল্লাহ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ করিতে পারে।

৩। কুরআন ক্লাশ

و اذا لقوا الذين امنوا قالو امنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون -

ওয়া এযা লাকুল্লাযিনা আমানু কালু আমান্না, ওয়াইযা খালাও এলা শায়াতীহিম কালু ইন্নামা আকুম ইন্নামা নাহনু মুস্তাহ্যিয়ুন। (সুরা বাকারা : আয়াত নং ৩)

অনুবাদ : যখন তাহারা মোমেনদের সহিত মিলিত হয় তাহারা বলে আমরা আপনাদের প্রতি বিশ্বাস আনায়ন করিয়াছি, আবার যখন তাহারা মুনাফেকদের সহিত মিলিত হয় তখন তাহারা বলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সহিত আছি। শুধুমাত্র আমরা তাহাদের সহিত হাসি বিদ্রূপ করিতেছি।

শব্দার্থ :—ওইযা—এবং যখন। লাকু—যাহারা মিলিত হয়। আল্লাযীনা—তাহাদের সহিত যাহারা। অমানু—ইমান আনিয়াছে। কালু—তাহারা বলে। আমান্না—আমরা ইমান আনিয়াছি। ওয়া ইযা—এবং যখন। খালাও ইলা তাহারা পৃথকভাবে বা গোপণে মিলিত হয়। শাইয়াতীনেহিম—তাহাদের দলপতিগণের (সহিত)। কালু—তাহারা বলে। ইন্না মায়াকুম—নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। ইন্নামা নাহনু—আমরা তো শুধু। মুস্তাহ্যিযুন—হাসিবিদ্রূপকারী।

৪। হাদিসের ক্লাশ

خير الامور اوسطها—(খায়রুল উমূরে আওসাতুহা) অর্থ—মধ্য পন্থাই সর্ব বিষয়ে উৎকৃষ্ট।

৫। দোয়া

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

'ওয়া আখেরদাওয়ানা আনিলহামদো লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন'

অর্থ—'অতঃপর সকল প্রশংসা ও গৌরব সেই মহিমাময় আল্লার, যিনি বিশ্বের রব।' এই দোওয়া সাধারণতঃ কোন লেখা বা বক্তৃতা শেষ করার পর পাঠ করিতে হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—সকল খোদ্দাম ও আতফালকে সকল সদস্যকে উপরোক্ত দোওয়া শিক্ষা করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে।

২। মজলিস বার্তা

ময়মনসিংহ জিলা মজলিসের ইজতেমা অনুষ্ঠিত :

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ইং তারিখে ময়মনসিংহ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহতায়ালার ফজলে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ তাহাজ্জুদ হইতে শুরু করিয়া মাগরেব নামাজ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়া দিনটি উদযাপিত হয়। জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব নায়েব সদর সাহেবের প্রতিনিধি হিসাবে ইজতেমায় যোগদান করেন।

তেজগাঁ মজলিসের ইজতেমা অনুষ্ঠিত :

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ ইং তারিখে তেজগাঁও মজলিসে খোদ্দামুল আহামদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহতায়ালার ফজলে সার্বিক সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় মোহতরম জনাব আমীর সাহেব যোগদান পূর্বক উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন।

ঢাকা মজলীসের ইজতেমা অনুষ্ঠিত :

বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ইং তারিখে ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা ঢাকা দারুত তবলীগে খোদাতায়ালার ফজলে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত উদযাপিত হয়। নামায তাহাজ্জুদ হইতে শুরু করিয়া সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়া উক্ত দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত মহতী ইজতেমায় উদ্বোধনী এবং সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মোহতারম জনাব আমির সাহেব বাঃ আঃ আঃ। সর্বশেষে খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আপনি সালানা জলসায় কেন যোগদান করিতেছেন ?

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বর্ণিত জলসার মহৎ উদ্দেশ্যাবলী

আপনি সালানা জলসায় এজন্য যোগদান করেন যে—

(১) অপনি যেন "এমন 'হাকায়েক ও মাযারেফ' (অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত সনাতন সত্য ও সূক্ষ্ম জ্ঞান-তত্ত্ব সমূহ) শ্রবণ করিতে পারেন যাহা ঈমান ও মা'রেফতে উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য আবশ্যকীয়।"

(২) "প্রত্যেক নিষ্ঠবান মুখলেস যেন সাক্ষাৎ ভাবে দ্বীনী কল্যাণ লাভের সুযোগ পান ও তাঁহার ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার সাধিত হয়, এবং ইমান ও মা'রেফাত উন্নতি লাভ করে।"

(৩) "শুধুমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় ও ইসলামের সাহায্য কল্পে পারস্পারিক ভাব বিনিময়, পরামর্শ এবং ভ্রাতৃমিলনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জলসা'র অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে"

৪) "প্রত্যেক নুতন বৎসরে জামাতে নবদীক্ষিত ভ্রাতাগণ যেন (জলসার তারিখ গুলিতে) উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পূর্ববর্ত্তী উপস্থিত ভ্রাতাদিগকে দেখিতে পারেন এবং একে অন্যের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে চেনা-পরিচয়, প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক বৃদ্ধি লাভ করিতে পারেন।"

(৫) "যোগদানকারী সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে রুহানীভাবে একাত্ম করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে (আধ্যাত্মিক ও নৈতিক) শুষ্কতা, দুরত্ব এবং নেফাক (কপটতা) নিরসন এবং আল্লাহ্‌র দিকে তাহাদিগকে আকর্ষণ ও তাঁহারই উদ্দেশ্যে গ্রহণ এবং তাহাদের আত্মায় পবিত্র পরিবর্তন ও পূর্ণ সিদ্ধি দানের জন্য সর্বাধিক কৃপাময়, মহিমান্বিত আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে যুগ-ইমাম যে বিশেষ দোওয়ায় আত্মনিয়োগ করেন"—আপনি যেন সেই সকল মহাকল্যাণে ভূষিত হইতে পারেন।

(৬) "নিজ মৌলা ও প্রভূ আল্লাহ্‌তায়ালা এবং রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর প্রেম ও ভালবাসা যেন স্বীয় হৃদয়ের উপর প্রাধান্য ও আধিপত্য বিস্তার করে এবং সংসার নির্লিপ্ততা ও আত্ম-বিলিনতার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহাতে আখেরাতের সফর দুঃরূহ ও অপ্রীতিকর বলিয়া মনে না হয়।"

(৭) যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি মধ্যবর্ত্তীকালে নশ্বর ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন, এই জলসায় তাঁহাদের রূহের জন্য যে মাগফেরাত কামনা করা হইবে"—আপনি যেন তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।

(৮) সালানা জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মহামুল্যবান মকবুল দোওয়া সমুহের আপনিও যেন অংশীদার হইতে পারেন।

(৯) "এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলির ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয়, যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমা ও বাণীর মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধির উপরে স্থাপিত।"

বিগত ৮৬ বৎসর পুর্বে আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কর্ত্তৃক প্রবর্তিত এবং প্রতি বৎসর কাদিয়ান ও রাবওয়ায় জামাত আহমদিয়ার ক্রমবর্ধমান উন্নতির প্রতীক শ্রেণী নিদর্শন হিসাবে অনুষ্ঠিত উক্ত বহুবিধ কল্যাণ সমন্বিত মূল সালানা জলসার প্রতিচ্ছায়া রূপে জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসাও তদ্রূপ এক ধর্মীয় রূহানী জলসা। (হযরত মসীহ মওউদ (আঃ -এর বিভিন্ন লিখা হইতে সংকলিত) — মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

সংবাদ

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী দিবস উদযাপিত

ঢাকা, বিগত ২০শে ফেব্রুয়রী—ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদ আহমদীয়ায় পবিত্র ঈদ মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে একটি মহতি সীরাতুন্নবী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জামাতে আহমদীয়ার বিভিন্ন আলেম ও চিন্তাবিদগণ উক্ত সভায় সারওয়ারে কায়েনাত খাতামান্নাবীঈন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ও সাল্লামের পবিত্র জীবনী, তাঁহার শাশ্বত ও সর্বজনীন আদর্শ ও শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করিয়া সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্বশেষে মোহতারম আমীর সাহেব সভাপতির ভাষণে সকলকে রসুল আকরাম (সাঃ আঃ)-এর পূর্ণতম কল্যাণবর্ষী আদর্শ ও উসওয়াকে নিজেদের জীবনে অতীব গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা ও অনুরাগের সহিত অনুসরণ ও রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জনাব শামসুর রহমান সাহেব ব্যারিষ্টার, জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী, জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান।

যেহেতু এ বৎসর একই তারিখে মুসলেহ মওউদ দিবসও ছিল সেইজন্য উক্ত সভায় মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং উহার পূর্ণতার বিষয়েও বক্তৃতা দান করা হয়।

বাংলাদেশের অন্যান্য জামাতেও উক্ত উভয় দিবস পূর্ণ মর্যাদা সহকারে উদযাপিত হয়।

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার ফজলে তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা বিগত ১৯ ও ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ইং তারিখে স্থানীয় মসজিদ প্রাঙ্গনে পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। মহতারম আমীর সাহেব, ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার সালানা জলসার জরুরী কাজ উপলক্ষে উক্ত জলসায় যোগদান করিতে না পারায় তাঁহার প্রেরিত পয়গাম পাঠিত হয়। জলসায় উভয় দিনে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার উপক্রম সৃষ্টি হইলে এবং দ্বিতীয় দিনে শেষরাত্রে বৃষ্টিপাত হইলে তাহাজ্জুদ নামাযে উপস্থিত সকলের দোওয়া কবুল করিয়া আল্লাহতায়ালা তাঁহার বিশেষ রহমতে জলসার অধিবেশনগুলির সময়ে আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার করিয়া দেন এবং জলসা কার্যসূচী সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদু লিল্লাহ তিনটি অধিবেশনে সীরাতুন্নবী (সাঃ), হযরত ইমাম মাহদী

(আঃ)-এর আবির্ভাব ও তাঁহার সত্যতার প্রমাণ, হযরত মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার পরিপূর্ণতা, তবলিয়তে আওলাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন মৌঃ মোঃ মোস্তফা আলী, মৌঃ এজায আহমদ, সদর মুরুব্বী, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, মৌঃ ছলিমুল্লাহ, সদর মুয়াল্লেম, সর্বজনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, এস, এ, নিযামী, হাফিজুদ্দীন মস্তান, ফজলে ইলাহী, অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান, মৌঃ আহমদ আলী সাহেবান। পার্শ্ববর্তী জামাত সমূহ হইতে আগত মেহমান সহ জলসায় যোগদানকারীদের সংখ্যা প্রায় এক হাজারেরও বেশী ছিল। জলসা চলাকালে বিশ্বব্যাপী জামাত আহমদীয়া কর্তৃক ইসলাম প্রচারের উপর একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

তারুয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল জলসার ব্যবস্থাপনায় সাফল্যজনকভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত অক্লান্ত পরিশ্রম ও খেদমত করার তওফিক লাভ করেন। আল্লাহতায়ালা সকলকে পুরস্কৃত করুন। আমিন।

নাইজেরিয়ায় সালানা জলসা—৫০ জনের বয়েত গ্রহণ

লেগোস (নাইজেরিয়া)—২৫, ২৫ ও ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ তারিখে নাইজিরিয়া জামাত আহমদীয়ার তিন দিন স্থায়ী ১৮তম সালানা জলসা আল্লাহতায়ালার ফজলে অতীব সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এই বার্ষিক সম্মেলনে দেশব্যাপী বিস্তৃত জামাত সমূহ ব্যতীত আরও কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন। হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর প্রেরিত বিশেষ পয়গাম জলসায় পঠিত হয়। অনারেবল জাসটিস বিকরি এমটলা ব্রাইমো এবং দেশের অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গও সম্মেলনে যোগদান করেন এবং তাঁহাদের সারগর্ভ ভাষণে জামাত আহমদীয়ার ইসলাম প্রচার, পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তফসীর প্রকাশ ও প্রসার এবং জন কল্যাণমূলক উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি দান করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। কনফারেন্সে আগামী বৎসর একটি সম্প্রসারিত আধুনিক মুদ্রালয় স্থাপন এবং দশটি নূতন মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উহাদের মধ্যে একটি মসজিদ গণপ্রজাতন্ত্রী নাইজরের রাজধানীতে নির্মাণ করা হইবে।

এই পবিত্র সম্মেলনে পঞ্চাশজন ব্যক্তি বয়েত গ্রহণ করিয়া সেলসেলা আহমদীয়ায় দাখিল হওয়ার তওফিক হাসিল করেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

স্থানীয় টেলিভিশন, রেডিও এবং সংবাদ-পত্র সমূহের মাধ্যমে উক্ত সম্মেলনের খবরাদি ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়।

লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্টকে পবিত্র কোরআন উপহার

নাইজেরিয়া জামাত আহমদীয়ার একটি প্রতিনিধিদল লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট মিঃ টলবার্টকে কুরআন শরীফের তরজমা ও তফসীর সহ অন্যান্য মূল্যবান ইসলামী গ্রন্থাবলী উপহার পেশ করেন। তিনি এই অতীব মর্যাদাপূর্ণ রুহানী উপহার সাদরে গ্রহণ পূর্বক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে তিনি জামাত আহমদীয়ার অতিমূল্যবান শিক্ষা ও জনকল্যাণ এবং ধর্মীয় প্রচার মূলক সেবা ও কর্মতৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে সকল ধর্ম ও জাতির ব্যক্তিবর্গের জন্য পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা রহিয়াছে। আমার বাসনা, অধিকতর আহমদী মোবাল্লেগগণ যেন এখানে আসিয়া আমাদের দেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির কাজে তাহাদের অধিকতর অবদান রাখিতে পারেন। রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকায় আহমদী প্রতিনিধিদলের উক্ত সাক্ষাৎকারের সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। আল-হামদুলিল্লাহ্।

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

শোক-সভা

বিগত ২০শে জানুয়ারী সন ১৯৭৮ইং রোজ শুক্রবার বাদজুমা নারায়ণগনজ আনজুমানে আহমদীয়ার উদযোগে মরহুম জনাব ডাঃ মুসা সাহেবের মৃত্যুতে স্থানীয় আনজুমানে এক শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আনজুমনে আহমদীয়ার নায়েব আমীর জনাব ডাঃ আবদুল সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেব। সভায় মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। মরহুম ছিলেন একজন নিষ্ঠবান সৎকর্মী। তাঁর উপর জামাতের যে কোন দায়িত্ব অর্পন করা হতো তিনি তা সহাস্যবদনে গ্রহণ করতেন এবং একান্ত নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা সহকারে তা পালন করতেন। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন এবং সর্বদা জিকরে এলাহীতে রত থাকতেন। তিনি সর্বদা সহাস্য বদনে সকলের সাথে মিশতেন। যদিও জামাতের আদর্শ রয়েছে যে কোন কর্মীর তিরোধানে তার স্থান পুরণের জন্য পূর্ব থেকে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মী প্রস্তুত রাখতে হবে তথাপি মরহুমের শূন্যস্থান পূরণের মত কর্মী জামাতে বিরল।

সভায় মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে যেন আল্লাহতায়ালা এই অভাব সহ্য করার তৌফিক দান করেন এই জন্য দোয়া করা হয়।

সভায় এক প্রস্তাবে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।

খাকসার—শফিকুল ইসলাম

জেঃ সেক্রেটারী, নারায়ণগঞ্জ, আঃ আঃ

ডাঃ মুসা স্মরণে *

—চৌধুরী আবদুল মতিন

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
চুপ্‌টি মেরে চলে যাব
দো'য়ার প্রস্রবণে পূর্ণ্য কাদীয়ানে
কোন্ পথে যে গেলে তুমি
কোন পথেতে আমি
—বেহেস্তী মোক্‌বেরায় খুঁজি
দীর্ঘ দিবস যামী।
কাদীয়ানের সুখের অতীত, সখের বর্তমান
কাকে বল শোনাই এখন, প্রাণের দরদ গাণ!

—মুফ্‌তি (রাঃ) সাহেবের ভালবাসা
শেরে আলীর (রাঃ) স্নহ
কল্পনাতেও বুঝবে না আর কেহ।
'হুজুমে কাদীয়ান' যদিও এই মুহুর্তে নাই
শান্তি-সুখের সজীব বেহেস্ত হাত বাড়াতেই পাই।
বয়েতুদ্দোয়াতে যখন বিগলিত প্রাণ
কোথায় আমার প্রাণের ছায়া মূসা বর্ত্তমান।
—আহ্‌মদীয়াতের জ্যান্ত প্রতীক জীবনে মরণে
সবার প্রাণের প্রেমের ছবি থাকিবে স্মরণে।

* জনাব চৌধুরী আবদুল মতিন সাহেব ও মরহুম ডাঃ মূসা সাহেবের একত্রে কাদিয়ান যাত্রার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তার পূর্বেই ডাঃ সাহেব পরলোক গমন করিলেন। এমাসের প্রথম-দিকে জনাব চৌধুরী সাহেব কাদিয়ান যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লাহতায়ালা ইহা তাঁহার জন্য মোবারক করুন। কবিতাটি কাদিয়ান যিয়ারত কালেই লিখিত।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই মর্মান্তিক সংবাদটি জানাইতে হইতেছে যে, রংপুর জামাতের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুস সালাম সাহেবের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম সাহেবা (৪০) দুই পুত্র, পাঁচ কন্যা, এক জামাতা ও স্বামী রাখিয়া ২৪শে জানুয়ারী ১৯৭৮ তারিখে রাত ১০ ঘটিকায় সন্তান প্রসবের পর ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

মরহুমা অত্যন্ত মুখলেস আহমদী ছিলেন। ধৈর্যশীলতা, এবাদত-বন্দেগী, জামাতের কাজে উৎসাহ, তরবিয়তে আওলাদ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহার রুহের মাগফিরাতের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি খাসভাবে দোওয়া করিবেন।

আল্লাহতায়ালা শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সবর ও ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন এবং তাহাদের হাফেয, নাসের ও কাফী হউন, আমীন।

দোওয়ার এলান

আমরা জামালপুর (সিলেট) আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মসজিদ বড় করিয়া নতুন ভাবে তৈরী করিতেছি। সকল জামাতের ভাই-বোনদের সালাম জানাইয়া দোয়ার আবেদন করিতেছি, আমরা যেন উক্ত মসজিদের কাজ সুন্দর ভাবে শেষ করিতে পারি। আমিন।

—জামালপুর (সিলেট) আঃ আঃ মসজিদ কমিটির পক্ষে—মোঃ বশির আহমদ চৌধুরী

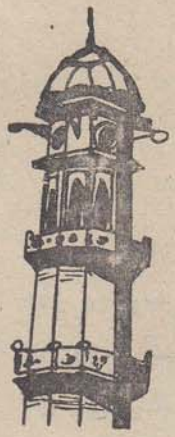

৫৫ তম সালানা জলসা

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

স্থান : ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

অনুষ্ঠান সূচী ঃ

প্রথম অধিবেশন ঃ শুক্রবার, ৩রা মার্চ, ১৯৭৮ ইং

সময় ঃ বিকাল ২-৩০ মিঃ হইতে ৬-১৫ মিঃ

১)	কুরআন তেলাওয়াত (সুরা আলে-ইমরান: ২য় ও ৩য় রুকু)	: মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী	৫ মিঃ
২)	নযম—"জামাল ও হুস্‌নে কুরআন"	: জনাব আসগর আলী খান	৫ মিঃ
৩)	উদ্বোধনী ভাষণ ও হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ)-এর পয়গাম	মোহ্‌তারম জনাব আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া	৪০ মিঃ
৪)	ইজতেমায়ী দোওয়া		
৫)	অভ্যর্থনা	: জনাব ভিজির আলী, চেয়ারম্যান জলসা কমিটি	১৫ মিঃ
৬)	কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব	: জনাব মকবুল আহমদ খান, আমীর, ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া	৪৫ মিঃ
৭)	নযম—"হর তরফ ফিকের কো"	: জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	৫ মিঃ
৮)	বর্তমান যামানায় ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব	: মৌলানা সৈয়দ এজায আহমদ, সদর মুরুব্বী	৫ মিঃ
৯)	নেযামে খেলাফত	: অধ্যাপক শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান	৫ মিঃ

বিঃ দ্রঃ—(১) সন্ধ্যাকালীন "বিশেষ তালীম-তরবীয়তী অনুষ্ঠান সূচী" শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) প্রত্যহ সকাল ৯টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত "আহমদীয়া জামাত ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার প্রদর্শনী" খোলা থাকিবে।

দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ

তারিখ : শনিবার, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৮ ইং

সময় ঃ সকাল ৮-১৫ হইতে ১২-১৫ মিঃ

১)	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর বক্তৃতার টেপ রেকর্ড	:	৮-১৫—৯-১৫ মিঃ
২)	লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র বিশেষ অধিবেশন	: (শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য)	৯-১৫—১২-১৫ মিঃ
৩)	"কায়েদ সম্মেলন"	: (খোদ্দাম ও আতফালের জন্য)	৯-.৫—১২-১৫ মিঃ

তৃতীয় অধিবেশন ঃ

তারিখ : শনিবার, ৪ঠা মার্চ ১৯৭৮ ইং

সময় ঃ বিকাল ২-৩০ মিঃ হইতে ৬-৩০ মিঃ

৩)	কুরআন তেলাওয়াত (সুরা হাশর, শেষ রুকু)	: মৌলানা ফারুক আহমদ, সদর মুরুব্বী,	৫ মিঃ
২)	নযম—"কিস কদর যাহের হ্যায় নুর"	: জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	৫ মিঃ
৩)	আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব তাঁহার সেফাতের বা গুণাবলীর রপ্রকাশের আলোকে)	: জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান নায়েব সদর মুলক, বাংলাদেশ খোঃ আঃ	৪৫ মিঃ
৪)	সীরাতে হযরত খাতামান্নাবীঈন (সাঃ) তাঁহার মক্কী জীবনের ঘটনাবলীর আলোকে—ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, তরবীয়ত ও তবলীগ।	: অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিন খাদেম	৪৫ মিঃ
৫)	নযম—"কিঁও নেহী লোগোঁ তুমহে"	: জনাব আসগর আলী খান	৫ মিঃ
৬)	"হযরত ঈসা (আঃ) সাড়ে আঠার শত বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করিয়াছেন"	: মৌঃ মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ্‌, সদর মোয়াল্লেম	৪৫ মিঃ
৭)	নযম—"ইসলাম সে না ভাগো"	: জনাব মাজহারুল হক	
৮)	আহমদীয়া জামাত ও ইসলামের বিশ্বাবজয়	: অধ্যাপক আমীর হোসেন	৪৫ মিঃ

চতুর্থ অধিবেশন ঃ

তারিখ : রবিবার, ৫ই মার্চ, ১৯৭৮ ইং

সময় ঃ সকাল ৮-৩০ মিঃ হইতে ১২-১৫ মিঃ

১)	কুরআন তেলাওয়াত (সুরা সাফ : ২য় রুকু)	:	মৌলানা আবুল খাইর মুহিবুল্লাহ, সদর মুরুব্বী ৫ মিঃ
২)	ফারসী নযম—"বকৌশীদ অ্যায় জোওয়ান"	:	মৌঃ মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ ৫ মিঃ
৩)	"মালী কুরবানী প্রকৃত ঈমানের অন্যতম প্রধান মাপকাঠি"	:	আল-হাজ্ব ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, নায়েব আমীর, বাঃ আঃ আঃ ৪৫মিঃ
৪)	ইসলামে নারীর মর্যাদা	:	জনাব ভিজির আলী সাহেব,
৫)	নযম—"কেন ওরে ইসলাম"	:	জনাব নূর এলাহী ৫ মিঃ
৬)	ইসলামে মানবাধিকারের অতুলনীয় শিক্ষা	:	জনাব এ. টি, এম, আবেদ সাহেব ৪৫ মিঃ
৭)	নযম—"ফুরসত হ্যায় কিসে জো সোচ সকে"	:	জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ৫ মিঃ
৮)	যিকরে হাবিব (হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর রসুল-প্রেম ও মানব-প্রেম)	:	জনাব গোলাম আহমদ খান প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়া ৪৫ মিঃ

পঞ্চম অধিবেশন

তারিখ : রবিবার, ৫ই মার্চ ১৯৭৮ ইং

সময় : বিকাল ২-৩০ মিঃ ৬-১৫ মিঃ

১)	কুরআন তেলাওয়াত (সুরা বাকারা : শেষ রুকু)	:	মৌঃ মাহ্‌ফুজুল হক ৫ মিঃ
২)	আরবী কাসিদা—"ইয়া আইনা ফায়যিল্লাহে"	:	মৌঃ মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ ৫ মিঃ
৩)	"খাতামান্নাবীঈন-তত্ত্ব"	:	জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী ৪৫ মিঃ
৪)	প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতা ও প্রকৃত নাজাতের সন্ধান	:	জনাব আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী ৪৫ মিঃ
৫)	নযম—"যিকরে খোদা পে জোরদে"	:	জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ৫ মিঃ
৬)	হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ (পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে)	:	মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী ৪৫ মিঃ
৭)	জলসার সমাপ্তি ভাষণ	:	মোহতারম জনাব মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৮)	শুকরিয়া আদায়	:	চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি
৯)	দোওয়ার এলান		সেক্রেটারী, জলসা কমিটি
১০)	ইজতেমায়ী দোওয়া		

বিশেষ তালীম-তরবিয়তী অধিবেশনের
অনুষ্ঠান সূচী

৩রা মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত ৯টা	(১)	মজলিসে আনসারুল্লাহর কার্যাবলীর পর্যালোচনা	: জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী	২৫ মিঃ
	(২)	তালিমুল কুরআনের গুরুত্ব ও ওয়াক্‌ফে আরজী স্কীম	: জনাব সালাহ্ উদ্দিন খন্দকার	২৫ মিঃ
	(৩)	সন্তানের তরবীয়ত	: মৌলানা এ. কে, মুহিবুল্লাহ সাহেব	২০ মিঃ
	(৪)	আল-ওসিয়ত	: জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া	২৫ মিঃ
	(৫)	তাহরীকে জদীদ ও ওয়াকফে জদীদ	: জনাব শহীদুর রহমান সাহেব	২৫ মিঃ
৪ঠা মার্চ শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত ৯টা	(১)	তবলীগ বা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা	: মৌঃ মোহাম্মদ আজহার সাহেব	২৫ মিঃ
	(২)	নামাজের গুরুত্ব ও কবুলিয়তে দোওয়া	: মৌলানা ফারুক আহমদ, সদর মুরুব্বী	২৫ মিঃ
	(৩)	তাহরীকাতে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)	: জনাব বি, এ, এম, এ. সাত্তার	২৫ মিঃ
	(৪)	ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব	: জনাব হাফিজুদ্দিন মস্তান	১০ মিঃ
	(৫)	তালিম ও তরবিয়তের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি	: জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সেক্রেটারী তা'লীম, বাঃ আঃ আঃ	২৫ মিঃ
	(৬)	জলসা উপলক্ষে আয়োজিত তালীমি পরীক্ষার সার্টিফিকেট প্রদান	: মোহতারম জনাব আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	২০ মিঃ

বিঃ দ্রঃ —(১) প্রত্যহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত "আহমদীয়া জামাত ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার প্রদর্শনী" খোলা থাকিবে।

(২) প্রত্যহ শেষ রাত্রে বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাজ এবং বাদ ফজর দরসে কুরআনের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৩) প্রয়োজনবোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্তনযোগ্য।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক

সালানা জলসায় যোগদানের তাকীদ :

'বহুবিধ কল্যাণময় উদ্দেশ্য ও উপকরণ সমন্বিত এই জলসায় এমন সব লোকের যোগদান করা আবশ্যকীয়, যাঁহারা পথখরচের সামর্থ রাখেন।...... এইরূপ ব্যক্তিগণ যেন আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পথে সামান্য সামান্য (জাগতিক) ক্ষতি ও বাধা-বিপত্তিকে ভ্রূক্ষেপ না করেন। খোদাতায়ালা মুখলেস (খাঁটি সরল) ব্যক্তিগণকে পদে পদে সওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পথে কোন পরিশ্রম এবং কষ্ট ব্যর্থ যায় না।"

(ইশতেহার, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯৩ ইং)

"বন্ধুগণের উচিত, তাঁহারা যেন একমাত্র আল্লাহ্তায়ালরই উদ্দেশ্যে 'রাব্বানী কথা' (আধ্যাত্মিক জ্ঞান-তত্ত্ব) শুনার জন্য এবং দোওয়ায় শরীক হওয়ার জন্য উক্ত (জলসার নির্ধারিত) তারিখে উপস্থিত হন"

('আসমানী ফয়সালা' পুস্তিকার সহিত সংযোজিত ইশতেহার, ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৯১ ইং)

যোগদানকারীদের জন্য বিশেষ দোয়া :

"অবশেষে আমি দোওয়া করি, আল্লাহতায়ালা যেন এই লিল্লাহি (আল্লাহর সন্তুষ্টি কল্পে অনুষ্ঠিতব্য) জলসার উদ্দেশ্যে সফর অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথী হউন, তাহাদিগকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন, সকল সংকট বাধা-বিঘ্ন অপসারিত এবং দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগপুর্ণ অবস্থা তাহাদিগের জন্য নিরাময় ও সহজ করিয়া দিন, তাহাদের সকল দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা বিদূরিত করুন, তাহাদিগকে প্রত্যেক বিপদ ও কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি ও নিরাপত্তা দান করুন, তাহাদের সকল শুভ কামনা বাস্তবায়নের পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করুন ও পরকালে সেই বান্দাদিগের সহিত তাহাদিগকে উত্থিত করুন, যাহাদের উপর তাঁহার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ রহিয়াছে এবং সফরান্তে অবধি তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হউন।

হে খোদা, হে মর্যাদা ও বদান্যতার অধিকারী, করুণাকর ও বাধা-বিপত্তি নিরসনকারী! এ দোওয়া সকল কবুল কর এবং আমাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদিগের উপর উজ্জ্বল ঐশী-নিদর্শনাবলী সহকারে জয়যুক্ত কর, কেননা প্রত্যেক প্রকারের শক্তি ও ক্ষমতার তুমিই আধিপতি। আমীন ; পুনঃ আমীন।" (এশতেহার, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯২ ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন-:

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca –1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar